পাষাণী

(ঐতিহাসিক দৃশ্যকাব্য।)

বঙ্গ রঙ্গ ভূমে অভিনয়ের জন্য

শ্রীরাধাকিশোর সিংহ দ্বারা প্রকাশিত।

"মাতুয়ারা শশী ভাসে যমুনাকো নীরে।
কো জানে কাহে সই আঁখি ঝরে ধীরে॥"

কলিকাতা

৮ নং হোগলকুঁড়িয়া গলি

এঙ্গলো ইণ্ডিয়ান্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ যন্ত্রে

শ্রীহরিদাস রায় দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৮৮ সাল।

উপহার।

প্রিয়তম কুঞ্জবিহারী!

আমার বহুযত্নপালিতা সংসারের এক মাত্র সম্বল দুঃখিনী কন্যাকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিয়া বিদেশে যাত্রা করিলাম। তুমি ভিন্ন এসংসারে দুঃখিনী পাষাণীর এমন কেহই নাই যে, ক্ষণেকেরও জন্য তাহাকে স্থানদান করে। জনমদুঃখিনী পাষাণীর এমন কোন গুণ নাই যে, সে তাহাতে সাধারণের বিশেষতঃ তোমার মনোরঞ্জন করিতে পারে; তবে গুণের মধ্যে এই যে, পাষাণী সুকণ্ঠি; কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ পাষাণীকে সংগীত-ভূষণে ভূষিত করিতে পারি নাই। সাধ্যমত দুই একখানি অলঙ্কার পরাইয়ে পাষাণীকে তোমার নিকটে প্রেরণ করিলাম; তুমি যদি ইহাকে সাধারণের নয়নপথের পথিক করিতে ইচ্ছা কর, তবে ইহার প্রয়োজনানুযায়ী সঙ্গীতালঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া সাধারণকে দেখাইও। পাষাণীর এক্ষণে তুমিই একমাত্র ভরসা। হতভাগার কন্যা বলিয়া দুঃখিনীকে স্নেহ করিও।

তোমারি

প্রণেতা।

অভিনয়োক্ত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

প্রতাপসিংহ	পলায়ক চিতোরাধিপতি উদয়সিংহের পুত্র।
বীরসিংহ	প্রতাপের বন্ধু।
চরণদেব	উদাসীন, ভারতবান্ধব।
আকবর সা	মোগল সম্রাট।
মানসিংহ	ঐ সেনাপতি।
পৃথ্বীরাজ	আকবর সাহের বন্দী ও মানসিংহের সহকারী সেনাপতি।
তেজসিংহ	উদয়সিংহের কনিষ্ঠ।
রোহিত	দস্যুপ্রধান।

সৈন্যগণ, দস্যুগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

কমলাদেবী	উদয়সিংহের মহিষী।
লক্ষ্মীদেবী	পৃথ্বীরাজের স্ত্রী।
শশিলতা	ঐ কন্যা।
দুর্গা	দস্যু-প্রতিপালিতা।

ক্ষত্রিয় মহিলাগণ।

পাষাণী

(ঐতিহাসিক দৃশ্যকাব্য।)



প্রস্তাবনা।

চিতোর।

চিতোরেশ্বরীর মন্দির সম্মুখস্থ শ্মশান—চিতা ধুমাচ্ছন্ন।

(গেরুয়াবসনাবৃতা তিনটী ক্ষত্রিয় মহিলা দণ্ডায়মানা—গলায় এক এক ছড়া জবাফুলের মালা ও হস্তে এক একটী শঙ্খ, তিন জনে শঙ্খধ্বনি ও গীত)

গীত।

আয় লো সজনি ত্যজি সুখ-নিকেতন।
চিতানলে চিতানল করি নিবারণ॥
ঘটিল যে পরমাদ,
পরাণে নাহিক সাধ,
বিধাতা সাধিল বাদ,
সুখ সাধ অবসাদ,
বিনা স্বাধীনতা ধন ;—
চিতায় চিতের সাধ ফুরাল এখন॥

(পুনরায় শঙ্খধ্বনি।)

(আলুলায়িত কেশা, গেরুয়া বসনাবৃতা, গলে জবা ফুলের মালা, দক্ষিণ হস্তে অসি ও বাম হস্তে প্রতাপের হস্ত ধরিয়া কমলা-দেবীর প্রবেশ।)

কম। প্রতাপ! কাপুরুষ উদয়সিংহের কুলাঙ্গার সন্তান! যদি তোর শরীরে সূর্য্যবংশাবতংশ বীরচূড়ামণি বাপ্পারাওয়ের রক্ত বিন্দু-মাত্রও প্রবাহিত থাকে, তবে এই অসি গ্রহণ কর! যা, সম্মুখ সমরে স্বাধীন ভাবে সমরশয্যায় শায়িত হ'গে। নচেৎ ঐ দেখ্ সম্মুখে করালবদনা চতুর্ভুজা তোর রুধির আশে লোলরসনা বহির্গত করে নৃত্য করচেন। তোর পিতা, সেই কাপুরুষ উদয় সিংহ—যার নাম উচ্চারণ করলে পাপ হয়, সেই ক্ষত্রিয়াধমের জন্য আজ্ চিতোররমণীগণ পতিপুত্রহীনা হয়ে, চিতানলে জীবন বিসর্জন করচে! পাষণ্ড! এ দেখেও কি তোর শরীরে স্বাধীনতাস্পৃহা বলবতী হয় না? আজ্ চিতোর যায়,—চিতোরের অমূল্য নিধি স্বাধীনতা যায়,—চিতোররমণীগণের—তোর ভগিনীগণের সতীত্ব যায়,—নরাধম! এ দেখেও কি তোর রক্ত ধমনীতে উগ্রচণ্ডামূর্ত্তিতে নৃত্য করছে না? ধন্য জয়মল্ল! ধন্য চন্দ্রাও! তোমরাই যথার্থ বীর নামের যোগ্য! তোমাদের এই যশ চিরদিন ত্রিলোকে ঘোষিত থাকবে। তোমাদের জননী যথার্থই বীরপ্রসবিনী! আর আমি,—আমার এই ক্ষত্রিয়কুলকলঙ্ক কুলাঙ্গার সন্তান,—পলাতক উদয়-সিংহের বংশধর, আমার গর্ভে কেবল মাংসপিণ্ডের ন্যায় জন্ম গ্রহণ করেছিল। (ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া) প্রতাপ! আর সময় নাই, এই অসি আমি ভবানীর পদে রাখ্লেম, (তথা করণ) যদি তুই এর উপযুক্ত ব্যক্তি হোস্, অস্ত্র গ্রহণ কর্; ভারতের জন্য—

তোর জন্মভূমির জন্য,—স্বাধীনতার জন্য, সম্মুখ সমরে জীবন বিসর্জ্জন করে, দিব্যলোকে গমন কর্‌গে; আজ্‌ আমি তোকে সেনাপতি পদে বরণ কর্‌লেম। যদি না পারিস্‌, তবে সম্মুখ হতে দূর হ! তোর ঐ ঘৃণিত বদন আর লোকালয়ে দেখাবার যোগ্য নয়; নিবিড় বিপিনমধ্যস্থ গিরি-কন্দরে গিয়ে বাসস্থান প্রস্তুত কর্‌গে।

প্রতাপ। (ভবানী ও জননীর পদে প্রণাম পূর্ব্বক) জননি! এই আমি অসি গ্রহণ কর্‌লেম, আশীর্ব্বাদ করুন, যেন সেই বীরচূড়ামণি রাণা ভীম সিংহের অসি আমার হস্তে কলঙ্কিত না হয়।

কম। যাও বৎস, করীপাল মধ্যে পতিত হয়ে করী-অরির ন্যায়, করী-কুম্ভ ছিন্ন করগে। কিন্তু আর এক প্রতিজ্ঞা,—সেই নরাধম হিংসুক তোমার খুল্লতাত তেজসিংহের গর্ব্ব যেন খর্ব্ব হয়, তার খলতার যেন বিশেষরূপ প্রতিফল পায়।

প্রতাপ। জননি! এই অসি হস্তে চিতোরেশ্বরীর মন্দির সম্মুখে প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি, যে সেই নরাধম বিশ্বাসঘাতকের বিশেষ রূপে প্রতিশোধ দেব; এক দিন সেই নারকী জান্‌বে যে, পৃথিবীতে আজও ধর্ম্ম আছে; আর সেই চতুরচূড়ামণি মোগল সম্রাট্‌ আকবরসাহও জান্‌বে যে, ক্ষত্রিয়বীর্য্য লয় হতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে। জননি! আর বিলম্বের কারণ কি? ঐ দেখুন, স্বর্গীয় রমণীগণ পুষ্প চন্দন লয়ে আপনার জন্য অপেক্ষা কচ্চেন, শীঘ্র সঙ্গিনীদের সহিত মিলিত হনগে।

কমলা। প্রতাপ! তোর মুখে বীরোচিত বাক্য শ্রবণ করে, আমার যে কি পর্য্যন্ত আনন্দ হল, তা আমি এক মুখে বল্‌তে পাচ্চি না; এখন আমি স্বচ্ছন্দে মনের সুখে মর্‌তে পারব। (সঙ্গিনীগণের প্রতি) আর কেন? সুসময় যে যায়!

(তিন জনে পুনরায় শঙ্খধ্বনি ও গীত।)

গীত।

আয় লো সজনি ত্যজি সুখ-নিকেতন।
চিতানলে চিতানল করি নিবারণ॥
ঘটিল যে পরমাদ,
পরাণে নাহিক সাধ,
বিধাতা সাধিল বাদ,
সুখ সাধ অবসাদ,
বিনা স্বাধীনতা ধন ;—
চিতায় চিতের সাধ ফুরাল এখন॥

(রাজমুকুট ও পরিচ্ছদ লইয়া বেগে তেজ-
সিংহের প্রবেশ।)

তেজ। (প্রতাপকে লক্ষ্য না করিয়া) রাজ্ঞি! কি কর! কি কর! এ দাস তোমার জনাই এই গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন কল্লে, আর তুমি কিনা তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে, চিতানলে অজ্ঞান বালিকার ন্যায় পুড়তে যাচ্চ? ছি ছি ছি, এই কি চিতোরেশ্বরীর উচিত কর্ম্ম? রাজ্ঞি! কমল কি উত্তপ্ত মরুভূমিতে পতিত হবার জন্য সৃষ্ট হয়েছে? এই দেখ, আমি তোমার জন্য পরিচ্ছদ এনেছি, মুকুট এনেছি, পরিধান কর; চিতোর সিংহাসনে তুমি ব্যতীত কি অন্য কারো শোভা হয়? বিধিবিপাকে বসন্ত-

সহচর পিকরাজ অবর্ত্তমানে সুপক্ক অমৃত ফল কাকে উপভোগ করছিল, আজ ত সেই পিকরাজ উপস্থিত!——

কমলা। রে বিশ্বাসঘাতক লম্পট তেজসিংহ! এখনি সম্মুখ হতে দূর হ! তুই উদয়সিংহের সর্ব্বনাশ করেছিস্, চিতোর রমণী-গণকে ভিখারিণী করেছিস্, এতেও কি তোর মনস্কামনা পূর্ণ হয় নি? পাপাত্মন্! আবার উদয়সিংহের অনাথিনী পত্নীর ধর্ম্ম নষ্টের উপক্রম? নারকি! তোর নরকেও স্থান নাই।

তেজ। রাজ্ঞি! তুমি যা বল্‌বে, এখন আমাকে সমুদয়ই সহ্য করতে হবে। তোমার জন্য যখন এত সহ্য করেছি, তখন না হয় আরো কিছু সহ্য করব; তোমার আশা আমি কখনই পরিত্যাগ করতে পারব না! (ধরিতে অগ্রসর)

প্রতাপ। পামর! আমার সমক্ষেই আমার জননীর অব-মাননা? এক পদ অগ্রসর হয়েছিস্ কি এই অসি তোকে দ্বিখণ্ড করেছে।

তেজ। প্রতাপ! বালক! অন্তর হও! কি জানি, ক্রোধের বশবর্ত্তী হয়ে যদি তোমার ঐ কোমল শরীরে আঘাত করি, তা হ'লে নিশ্চয়ই আমাকে অনুতাপ করতে হবে।

প্রতাপ। নারকি! আর তোর নিস্তার নাই। এই দেখ্, এই করাল-কৃতান্ত সদৃশ মূর্ত্তিমান প্রতাপসিংহ উলঙ্গ অসি হস্তে তোর সম্মুখে দণ্ডায়মান! ক্ষমা নাই, অস্ত্র ধর্, শীঘ্র অস্ত্র ধর, নচেৎ এখনি তোকে পশুর ন্যায় হনন করব।

তেজ। পিপীলিকার পক্ষ মরবার জন্যই হয়ে থাকে, তবে নিজেই মর! (অসি দ্বারা প্রতিঘাত)

প্রতাপ। জননি! অদ্য তোমার সমক্ষেই প্রথম প্রতিজ্ঞা পূরণ করি। এইবার আয়, সাধ্য থাকে প্রতিকার কর্।

[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

নেপথ্যে প্রতাপ। (বিকট হাস্য করিয়া) সামান্য ফেরুপাল দর্শনে কি সিংহশাবক ভীত হয়? আয়, আজ্ তোদের উভয়ের রক্তেই অসির পিপাসা শান্তি করি।

(এক দিকে মানসিংহ ও অপর দিকে তেজসিংহ
ও মধ্যে প্রতাপসিংহের যুদ্ধ করিতে
করিতে প্রবেশ।)

মান। (যুদ্ধ করিতে করিতে) সামান্য বালকের শরীরে এত বল এ আমি পূর্ব্বে জান্তেম না; কিন্তু শিশু, সাবধান! এ লক্ষ্যে আর নিস্তার নাই! (মারিতে উদ্যত)

(উলঙ্গ অসি হস্তে বেগে বীরসিংহের প্রবেশ
ও মানসিংহের লক্ষ্যের প্রতিরোধ
ও প্রতিঘাত।)

বীরসিং। কৈ সেনাপতি! লক্ষ্য যে বিফল হল? ছি ছি ছি, একটা বালকের সহিত অন্যায় যুদ্ধ?

(এক দিকে পৃথ্বীরাজ ও অপর দিকে আকবর
সাহের প্রবেশ।)

পৃথ্বী। (ব্যঙ্গ ছলে) কে ও, আকবর সাহের প্রধান সেনাপতি মানসিংহ? ধন্য শিক্ষা, ধন্য কৌশল! শিশুর যুদ্ধে পরাস্ত? ধিক্ তোমায়!

আকবর। বালক প্রতাপ! ধন্য সাহস! ধন্য কৌশল! এক্ষণে ক্ষান্ত হও। মিথ্যা রক্তপাতে মেদিনীকে প্লাবিত করায়

কোন ফল নাই। যদি আকবর সাহের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে ইচ্ছা কর, তবে যাও, সৈন্য সংগ্রহ করগে; কেন না, অসংখ্য মোগল সৈন্যের সম্মুখে একের যুদ্ধ কখনই সম্ভবে না। (মানসিংহ ও তেজসিংহের প্রতি) আর সেনাপতি মানসিংহ ও চিতোরেশ্বর তেজ সিংহ! তোমাদের কি লজ্জা হয় না? একটী বালকের সহিত অন্যায় যুদ্ধ কর্‌তে প্রবৃত্ত হয়েছিলে? ছি ছি ছি, তোমরা না ক্ষত্রিয় সন্তান বলে পরিচয় দিয়ে থাক?

বীরসিং। (মানসিংহের প্রতি) রে ক্ষত্রিয়াধম মুসলমান শ্যালক! বড় সাধ ছিল আজ তোর রুধিরে করালবদনার শোণিত পিপাসার শান্তি কর্‌ব; কিন্তু তোর বড় পুণ্য যে তুই আজ আমার হাতে রক্ষা পেলি, আর দেবী চিতোরেশ্বরীও তোর কলুষিত শোণিত পিপাসু নন্; নচেৎ——

প্রতাপ। (তেজসিংহের প্রতি) দুরাচার! আজ রক্ষা পেলি, কিন্তু আর এক দিন—আর এক দিন তোকে পশুর ন্যায় বিনষ্ট হতে হবে। আর আকবর সা! আর এক দিন তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ হবে, সে দিন দেখ্‌বে যে ক্ষত্রিয়বীর্য্য কিরূপ প্রখর, সে দিন জান্‌বে যে ক্ষত্রিয় মহিলার গর্ব্ভে সুধু মাংস-পিণ্ডের জন্ম হয় না! অদ্য একটী চিতোর জয় কল্লে, যদি এমন শত সহস্র চিতোর জয় কর, তথাপি সে দিন কিছুতেই নিস্তার পাবে না। নবপ্রবাহিতা মহানদীর ন্যায় সে বেগ যবন-রাজ্য ধ্বংস করে মহাবেগে প্রবাহিত হবে। তখন দেখ্‌ব, আকবর সা কিরূপ বলবান, তখন জান্‌ব আকবর সা কিরূপ চতুর!

(তিন জন ক্ষত্রিয় মহিলার শঙ্খধ্বনি ও পরে গীত)

গীত।

এস ওলো সহচরি পরিহরি সুখ সাধ।
স্বাধীনতা হারা হয়ে হরিষে হ'ল বিষাদ॥

পাষাণী।

সজনি লো বিধি যদি,
হইলেন প্রতিবাদী,
বিনে সেই গুণনিধি হ'ল বুঝি পরমাদ ॥

(তিন জনে শঙ্খধ্বনি ও নেপথ্যে গীত।)

গীত।

দুঃখিনী ভারত হায় কাঁদিতেছে দিবানিশি।
বিনে সে নয়ন-মণি স্বাধীনতা সুখ-শশি ॥
আর কি ভারত ভালে,
উদিবে গো কোন কালে,
জড়িত মুকুতা-ফলে ভারতের মসি-নাশি ॥

(চরণদেবের প্রবেশ ও প্রতাপের নিকট দণ্ডায়মান।)

(ক্ষত্রিয় মহিলাগণের সমস্বরে গীত।)

গীত।

চল লো ত্রিদিব-সুখভবনে।
চল লো চল লো শশি-বদনে ॥
এলায়ে নিবিড় চিকুর-জালে, সবে মিলে, অনলে,
পড়িলে, পুড়িলে, যাইব সে শান্তিময় কাননে।

ভারত ললনা বিনোদ বদনে,
ভয় কি বল না যবনগণে,
হারাইয়ে পতিধনে, ত্যজি অগুরু চন্দনে,
পড়লো সঙ্গিনী সনে, চিতাগুণে ফুল্ল মনে॥

[ক্রমে ক্রমে সকলের চিতানলে পতন,
শেষে কমলা দেবীর চিতায় পতন।

প্রতাপ। ওঃ মা!—

পটক্ষেপণ।

পাষাণী

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বন।

(বৃক্ষোপরি প্রতাপ নিদ্রিত।)

প্রতা। (জাগরিত হইয়া) এই ত যামিনী অবসান প্রায়, এক দিকে রজনী দেবী নিশানাথকে বিদায় দিয়ে, বিরসবদনে, ক্ষুণ্ণমনে ধীরে ধীরে প্রস্থান কোর্‌ছেন; আর অন্য দিকে নব বিভাকর বিভাষিত হোয়ে মনের আনন্দে সহস্র কর বহির্গত কোরে জগতের তমো দূর কোচ্চেন। আহা! এ সময়ে মন মধ্যে কি পবিত্র ভাবের উদয় হয়! মুনি ঋষিগণ এই সময়কেই ঈশ্বর চিন্তার প্রথম কাল নির্দ্ধারিত কোরেছেন। হে সূর্য্যবংশের আদি পুরুষ তপন দেব! অভাগা চিতোর তোমার নিকট কি অপরাধে অপরাধী যে, তাকে দগ্ধ কর্‌বার জন্য ঈদৃশ রক্তিম রাগে রঞ্জিত হয়ে উদিত হচ্চ? হায়! কোমল শতদল সন্নিভ সুবর্ণময়ী শয্যায় শয়ন কোরে যার তৃপ্তি বোধ হোত না, আজ কি না সে বৃক্ষোপরি সুখে রাত্রি যাপন কোর্‌লে; অদ্য হোতে প্রতিজ্ঞা কোর্‌লেম, আবার যত দিন না চিতোর জয় কোত্তে পার্‌বো, তত দিন আর আমার

কিছুতেই বিশ্রাম নাই। গিরিকন্দর বা বিটপি-শিখর ব্যতীত আর কিছুতেই শয়ন কোর্‌বো না। আর এই অসি,--অসি! তুমিই আমার প্রধান সহচর। যত দিন না রাণা প্রতাপসিংহ চিতারোহণ কোর্‌বে, অসি! তত দিন তুমি প্রতাপের নিকট সমাদরের সহিত গৃহীত হবে; তোমাকে এ জীবনে কখনই ত্যাগ কোর্‌বো না। (ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া) কৈ বীরসিংহ এখনো আস্‌ছে না যে! আবার তো কোন বিপদে পতিত হয় নি?

(নেপথ্যে গীত।)

গীত।

জয়দে জয় কপালিনি নবীন নীরদ বরণি।
লোল রসনে করাল বদনে দানব-দল-দলনি॥

প্রতা। এ কি! এ জনহীন নিবিড় অরণ্য মধ্যে রমণী কণ্ঠ-নিঃসৃত গীতধ্বনি কোথা হোতে আস্‌ছে? বিশেষরূপে না দেখ্‌লে কিছুতেই আমি সুস্থির হোতে পাচ্চিনে। (নামিয়া) যাই দেখিগে।

[প্রস্থান।

(তেজসিংহের প্রবেশ।)

তেজ। প্রতিশোধ! প্রতিহিংসা! প্রতাপ, আজ তোর নিশ্চয়ই মৃত্যু উপস্থিত। নির্ব্বোধ! জানিস্‌নে যে তেজসিংহ সামান্য শত্রু নয়, বিষধর কালফণীর মস্তকে পদাঘাত কোরে নির্ব্বিঘ্নে বিচরণ কোর্‌বি? না, তা কখনই হবে না, তোর

পিতাকে রাজ্যভ্রষ্ট কোরেছি, তোকে বনবাসী কোরেছি, এখন প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হয়ে শীঘ্রই তোকে এ যন্ত্রণা হোতে মুক্ত কোর্‌ব। হিংসা কোর্‌লে পাপ হয়! হয় হোক্, তাতে ক্ষতি নাই। আর পাপ, পাপ আবার কি?——সে আমার হিংসা কোর্‌তে পারে, আর আমি তার হিংসা কোর্‌তে পারি না? কেনই বা না পারব? অবশ্যই পার্‌ব। পাপ আবার কার নাম? যারা মূর্খ, তারাই বলে পাপ হয়। আমি যদি প্রতিহিংসা না করি, তবে লোকে আমাকে নির্জ্জীব অপদার্থের ন্যায় জ্ঞান কোর্‌বে। তবে—তবে অগ্রে সেই অহংজ্ঞানপূর্ণ মদগর্ব্বিত প্রতাপের মস্তক ছিন্ন কোর্‌তে হবে—পরে সেই দুরাচার বীরসিংহকে দেখ্‌বো। "এক দিন তোকে পশুর ন্যায় বিনষ্ট হোতে হবে!" ওঃ কি দর্প, কি তেজ, এখন দেখা যাক্, তোর সেই দর্প কোথায় থাকে, এখন দেখ্‌ব কে কারে পশুর ন্যায় বিনাশ করে।

(নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) রাহুত!——

নেপথ্যে। হুজুর!——

তেজ। এ দিকে এস!

(রাহুতের প্রবেশ)

রাহু। আজ্ঞে গোলাম তো আপনার নিকটেই আছে।

তেজ। দেখ রাহুত! তোমরা দলবল সমেত প্রচ্ছন্নভাবে এখানে অবস্থান কর, দে'খ কেহ যেন না দেখ্‌তে পায়; কার্য্য সম্পন্ন হ'লে বিশেষ পুরস্কার পাবে।

রাহু। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

তেজ। আমিও গুপ্তভাবে অবস্থান করি।

[অন্তরালে গমন।

(প্রতাপের প্রবেশ)

প্রতা। আহা! সেই সুমিষ্ট গীতধ্বনি আমার কর্ণে আ॰ দ্বিতীয় বার চুম্বিত হ'ল না। তবে কোথা হ'তে এ মধুর কণ্ঠরব শ্রুতিগোচর হচ্ছিল?

(প্রতাপের অলক্ষিতে তেজসিংহের প্রবেশ এবং মারিতে উদ্যত ও বেগে বীরসিংহের প্রবেশ এবং লক্ষ্য ব্যর্থ করণ)

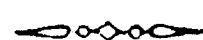
বীর। নরাধম! ক্ষত্রিয়-রক্তে কি তোর জন্ম নয়? সম্মুখ সংগ্রাম কি জানিস্ না? দুরাচার দস্যু! আয়, এখন দেখা যাক্ কার অস্ত্রে কত বল! (যুদ্ধ)

(অন্তরাল হইতে রাহুত ও তাহার অনুচরগণের প্রবেশ।)

প্রতা। (অসি নিষ্কাসন করিয়া) রে দুরাচারগণ! তোরা এ বেশ জানিস্ যে, লক্ষ লক্ষ বিষধর একত্র হ'লেও খগরাজ কখনই ভীত হয় না। আয় পামরগণ! এখনি তোদের ধৃষ্টতার সমুচিত প্রতিফল দিই।

[ক্ষণেক যুদ্ধ, পরে এক দিক দিয়া তেজসিংহ ও অপর দিক দিয়া রাহুত ও তাহার দলবলের পলায়ন এবং তেজসিংহকে লক্ষ্য করিয়া প্রতাপসিংহ এবং রাহুত ও তাহার অনুচরগণকে লক্ষ্য করিয়া বীরসিংহের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।



অভয়ার মন্দির।

(লক্ষ্মীদেবী ধ্যানে নিমগ্না—পার্শ্বে আলুলায়িতকুন্তলা শশিলতা
জবা ফুলের মালা গ্রন্থনে নিযুক্তা।)

(প্রতাপের প্রবেশ ও এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান)

নেপথ্যে। অভয়ার স্তবোক্তি গীত।

গীত।

জয়দে জয় কপালিনি নবীন নীরদ-বরণি।
লোল রসনে করাল বদনে দানব-দল-দলনি॥
আলুলিত বেণী দলমল, বাল-শশী-হাসি শোভিছে ভাল,
অধরের ধারে রুধির লাল, খেলিছে সুখে দামিনী।
কালরাত্রে শ্মশানে মসানে, অট্টহাসি সহ কভু বা বিমানে,
তাথেই তাথেই বদন ব্যাদানে, নাচ কাল কালসঙ্গিনি;—
সিংহবাহিনী পর্ব্বতবালা, কণ্ঠে শোভিছে রুণ্ডমালা,
বরদে বর দে ঘুচাও জ্বালা, নমামি রণরঙ্গিণি॥

(ভূমিষ্ঠ হইয়া নমস্কার)

প্রতা। (নমস্কার করিয়া দণ্ডায়মান)

লক্ষ্মী। বৎস! কে তুমি?

প্রতা। অতিথি।

লক্ষ্মী। নিবাস?

প্রতা। এখন অরণ্যে।

লক্ষ্মী। আদি বাসস্থান?

প্রতা। চিতোর।

লক্ষ্মী। চিতোর, চিতোরের অবস্থা কিরূপ ?

প্রতা। আমার দুরাবস্থা দেখে অনুভব করুন।

লক্ষ্মী। ভারতের উজ্জল তারকাটী কি এত দিনে জ্যোতি-হীন হয়েছে ?

প্রতা। প্রায়।

লক্ষ্মী। প্রায় কিরূপ ?

প্রতা। চিতোরের সুখ-সূর্য্য অস্তমিত।

লক্ষ্মী। চিতোরের অবস্থা তবে দারুণ শোচনীয় ?

প্রতা। শ্মশান ভূমি।

লক্ষ্মী। আর না, যথেষ্ট হয়েছে ! (শশিলতার প্রতি) যাও মা, অতিথি সৎকার করগে।

শশি। (সলজ্জভাবে) যাই।

লক্ষ্মী। ওমা শশিলতা ! দে'খ, যেন কিছুতে ত্রুটি না হয়।

[সলজ্জভাবে ধীরে ধীরে শশিলতা এবং পশ্চাৎ

পশ্চাৎ প্রতাপের প্রস্থান।

লক্ষ্মী। বীরপ্রসূ চিতোর শ্মশান ভূমি ! ঘোর কলিকাল উপস্থিত। মানসিংহ ! তোরই জয়, আকবর সাই ! ধন্য তোর চতুরতা ! (দেবীর প্রতি করযোড়ে) ইচ্ছাময়ি ! এত কাল যে আমি তোমার সেবায় নিযুক্ত আছি, সে কি এই জন্য ? হ্যাঁ মা ! আমার উদ্দেশ্য কি সাধন হবে না ? মা গো ! এই কি তোমার ইচ্ছা ? তবে আর কেন মিছে সেবায় নিযুক্ত থাকি ; আমার নিজের রুধিরেই তোমার খর্পর পরিপূর্ণ করি। (অভয়ার হস্ত হইতে অসি লইয়া নিজ গলে মারিতে উদ্যত)

(বেগে চরণদেবের প্রবেশ)

চরণ। (অসি ধরিয়া) রাজ্ঞি! কর কি! কর কি! এখনো সময় আছে, এখনো ক্ষত্রিয় বীর্য্য লয় হয় নি।

লক্ষ্মী। অ্যাঁ, আপনি কি বল্লেন? এখনো সময় আছে, এখনো ক্ষত্রিয়-বীর্য্য লয় হয় নি?

চরণ। হাঁ, এখনো সময় আছে, এখনো যবনের প্রধান শত্রু রাণা প্রতাপসিংহ জীবিত।

লক্ষ্মী। চিতোরে গিয়েছিলেন?

চরণ। গিয়েছিলেম।

লক্ষ্মী। কি দেখ্‌লেন?

চরণ। উদয়সিংহ পলাতক।

লক্ষ্মী। আর আর?

চরণ। প্রধান প্রধান বীরগণ দুর্গদ্বারে পতিত।

লক্ষ্মী। আর চিতোরবাসিনীগণ?

চরণ। প্রজ্বলিত চিতায় শায়িত।

লক্ষ্মী। ধন্য সতীত্ব! আর প্রতাপ?

চরণ। বালক প্রতাপের জয়।

লক্ষ্মী। ধন্য প্রতাপ! প্রতাপ এখন কোথায়?

চরণ। নিরুদ্দেশ;—আরও অনেক কথা আছে, সময়ান্তরে বোল্‌ব; তোমার পূজা শেষ হয়েছে কি?

লক্ষ্মী। হয়েছে। আচ্ছা চলুন।

চরণ। কৈ শশিলতা কোথায়?

লক্ষ্মী। শশিলতা অতিথি সৎকার কোচ্ছে।

চরণ। আচ্ছা, তুমি অতিথির নিকটে যাও, আমি প্রতাপের সন্ধানে চল্লেম।

[চরণদেবের প্রস্থান।

লক্ষ্মী। করুণাময়ি! দেখো মা, দাসীর উদ্দেশ্য যেন সফল হয়, শশিপ্রিয়া—আমার আদরের শশিলতা—যেন তমাল-তরুতে জড়িত হয়।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

পর্ব্বতপার্শ্বস্থ উদ্যান।

(শশিলতা ও প্রতাপের প্রবেশ।)

প্রতা। এইটী কি তোমার উদ্যান?

শশি। না, কেবল এই মল্লিকা গাছটী আমার।

প্রতা। আর কি কিছু তোমার নয়?

শশি। না, অন্য অন্য গাছগুলি অভয়ার, ওতে যে ফুল ফোটে, সে সমুদয় অভয়ার জন্য তোলা হয়।

প্রতা। তোমার আর কি কিছুই নেই?

শশি। হুঁ, আছে বৈ কি। তোমাকে দেখাব, আমার একটী ময়ূরী আছে, একটী মৃগশিশু আছে;—তুমি দেখ্‌বে?—এসোনা।

প্রতা। যাব, কিন্তু এখন না।

শশি। কেন, এখন তুমি কি কোর্‌বে?

প্রতা। আমি এখন এই খানে একটু বেড়াবো।

শশি। (প্রতাপের অসি দেখিয়া) একি! এ আমারো আছে।

প্রতা। কৈ, আন দেখি?

শশি। আন্‌চি, কেন, তুমি লড়াই কোর্‌বে?

[প্রস্থান।

প্রতা। আহা! কি প্রেমময় মূর্ত্তি, এ মূর্ত্তি যার অঙ্কলক্ষ্মী হবে, সে ভিখারী হলেও রাজা।

(অসি লইয়া শশিলতার প্রবেশ)

শশি। লড়াই করবে? কর না, আমিও লড়াই জানি।

প্রতা। না শশি! আমি লড়াই জানি না।

শশি। জান না, জান না তো তোমার কাছে অসি কেন?

প্রতা। তুমি যুদ্ধ শিখেছ কার কাছে?

শশি। চরণদেবের কাছে।

প্রতা। তিনি শিখ্য়েছেন?

শশি। হুঁ—তুমি যুদ্ধ কর না?

প্রতা। বিনা রণে তোমার নিকট হার মান্‌লেম।

শশি। না, তা হবে না,—তুমি লড়াই কর?

প্রতা। না।

শশি। তুমি লড়াই না কোর্‌লে তোমাকে ছেড়ে দেব না?

প্রতা। ছি,—লোকে হাস্‌বে যে!

শশি। কেন?

প্রতা। স্ত্রীলোকের সহিত যুদ্ধ কোর্‌লে লোকে হাস্‌বে। তুমি একে রমণী—তাতে আবার বালিকা, তোমার সহিত যুদ্ধ কোর্‌লে লোকে উপহাস কোর্‌বে; আর তা শাস্ত্রসঙ্গতও নয়, আমি তোমার নিকট পরিহার স্বীকার কোর্‌লেম।

শশি। ছি ছি, তুমি যোদ্ধা হয়ে হার মান্‌লে? এ তো জান্‌তেম না যে, বীরপুরুষ বিনা রণে হার মানে?

প্রতা। দেখি, তোমার কেমন অসি?

শশি। এই দেখ! (অসি প্রদান)

প্রতা। বা! দিব্য অসি খানি। একি! এতে কি লেখা

রয়েছে? (পাঠ) "মহারাজ পৃথ্বিরাজ" "পৃথ্বীরাজ" (শশিলতার প্রতি) এ অসি তুমি কোথায় পেলে?

শশি। কেন, মার কাছে।

প্রতা। তিনি দিয়েছেন?

শশি। হুঁ।

প্রতা। কার তা জান?

শশি। না। আচ্ছা তুমি যুদ্ধ কোর্‌বে না তো আমার মোনিয়াকে দেখ্‌বে এস। কিন্তু দে'খ যেন তার গায়ে হাত দিয়ো না!

প্রতা। আচ্ছা, চল যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

(লক্ষ্মী দেবীর প্রবেশ।)

লক্ষ্মী। কৈ, শশিলতা কোথায় গেল? এই না তারা এখানে ছিল; বোধ হয় অতিথিকে আপনার পালিত কাকাতুয়াটীকে দেখাতে গেছে। আহা! বাছা আমার সরলা বালিকা, ভাল মন্দ কিছুই জানে না; যাই, দেখিগে, এদের অধিকক্ষণ একত্রে সহবাস বড় ভাল নয়, কেন না প্রণয়ের উৎপত্তি অতি সহজেই হতে পারে।

প্রস্থান

পটক্ষেপণ।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পর্ব্বতপার্শ্বস্থ বন।

বৃক্ষতলে বীরসিংহ নিদ্রিত।

(ছোরাহস্তে দূর্ব্বার প্রবেশ)

দূর্ব্বা। (স্বগত) ঘোরা গভীরা যামিনি! গম্ভীর মূর্ত্তিতে আমার সঙ্গিনী হও, কিন্তু সাবধান! আমি যে কর্ম্মে দীক্ষিতা হয়েছি, দেখো তুমি যেন তা দেখে ভয়ে অন্তর্হিত হয়ো না। আমার এই হস্তে যে কত শত ব্যক্তি শমনের তমসাচ্ছন্ন ভবনে গমন কোরেছে, তা আমার স্মরণ হয় না। আচ্ছা, এতে কি পাপ হয়? জানি না! কিন্তু,—কিন্তু কি, না-না, তা করা হবে না, বাল্যকাল হ'তে যা শিক্ষা কোরে এসেছি, তাতে পাপই হোক, আর পুণ্যই হোক্, অবশ্যই কোর্ব। কিন্তু অজ্ঞান অবস্থায় যা কোরে এসেছি, তা যদি অসৎ কর্ম্ম হয়, তবে জ্ঞান সত্ত্বে তা করি কেন? কেনই বা না কোর্ব, যা শিখ্য়েছে তাই শিখেছি, যা বলেছে তাই করেছি, এতে আমার দোষ কি? আচ্ছা, আমি ত সকলের হিংসা করি, কিন্তু যদি কেহ আমার প্রতি এইরূপ আচরণ করে, তবে আমার মন তখন কিরূপ হয়? জানি না।—কিন্তু যে কর্ম্মে অগ্রসর হয়েছি তাতে যদি সহস্র বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তথাপি কখনই বিমুখ হবো না। যাই, এখন যত শীঘ্র পারি, স্বকার্য্য সিদ্ধ করিগে। (সতর্কতার সহ ধীরে ধীরে নিকটে গিয়া বক্ষঃ পার্শ্বে জানু পাতিয়া

উপবেশন এবং ছোরা তুলিয়া মারিতে উদ্যত, পরে যুবার বদন দেখিয়া) আহা! কি সুন্দর বদন, যেন ভালবাসা মাখান, কি মনোহর রূপ! এমন মধুর রূপ ত কখন আমার নয়নপথের পথিক হয় নি! এ কি কোন ত্রিদিববাসী আমাকে ছলনা কর্‌বার জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন, না—নরকুলে এঁর জন্ম? আচ্ছা, যদি ইনি মানুষ হন, তবে ত এঁর বিবাহ হয়ে থাক্‌বে? আর যদি নাই হয়ে থাকে, তাতে আমার কি? আর হোলেই বা ক্ষতি কি? ক্ষতি, ক্ষতি বিলক্ষণ আছে, নচেৎ আমার মন কেন কষ্ট পায়? এ রত্ন কি হৃদয়ে ধারণ করা যায় না? সাগরের অতল জলে ঝাঁপ দিলেও কি এ দুর্ল্লভ রত্ন মেলে না? বোধ হয়—না, কেন না এ দুর্ল্লভ মনি যে জগৎ ছাড়া; ত্রিদিব নগরেও এমন মণি আছে কি না সন্দেহ। এখন কি করি, কি কোর্‌তে এলেম, কোর্‌লেম কি?—পাগল হ'লেম যে! মার্‌ব কেমন কোরে? এমন কোমল শরীরে কেমন কোরে এই তীক্ষ্ণ অস্ত্র বিদ্ধ কোর্‌ব? আচ্ছা, মার্‌-লেম যেন, রক্ত পোড়্‌বে যে! না—না, তাতো দেখতে পার্‌বো না,—তবে কি কোর্‌বো? না মার্‌লে মা রাগ কোর্‌বে, দাদা শুন্‌লে মারবে! মারে মার্‌বে, আমাকেই মার্‌বে। কষ্ট পেতে হয় আমিই পাব; তা বোলে এমন কোমল শরীরে আঘাত কোর্‌তে পার্‌বো না। আচ্ছা নাই যেন মার্‌লেম, কিন্তু অন্যে যে এ রত্ন হৃদয়ে ধারণ কোর্‌বে, তাও ত সহ্য হবে না। তবে মারি, একবার সাধ মিটিয়ে দেখে মারি। (মুখের কাছে মুখ রাখিয়া নিরীক্ষণ, পরে অস্ত্র তুলিয়া মারিতে উদ্যত এবং হস্তকম্প ও হস্ত হইতে অস্ত্র পতিত এবং ক্ষণেক পরে) এই হস্তে এই অস্ত্রে কত শত ব্যক্তিকে হনন কোরেছি, কিন্তু কখন অস্ত্র তো হাত হোতে পতিত হয় নি। (অস্ত্রকে কুড়াইয়া এবং তাহাকে সম্বোধন করিয়া) রে রুধির-পিপাসু! তুইও কি এ অভাগিনীর ন্যায় ঐ দেবতার মুখ দেখে সমুদায়ই বিস্মৃত হয়েছিস্? তোরও মন কি উনি হরণ কোরে

ছেন? এখন উপায়!—উপায় আবার কি? মারতেই হবে। ভাল, আর একবার দেখি, না—না, তা তো পারবো না, তা হ'লে কি হবে? মারলে রক্ত পোড়বে! আমি ওঁর দেহ থেকে সমুদয় দ্রব্যই খুলে নিলেম, রক্ত নিয়ে তেজসিংহকে উপহার দিলেম, সে আমাদের পুরস্কার দিলে, তাই মানলেম; আচ্ছা সব হোল, কিন্তু তাতেই কি হোল? উনি ত আর কথা কবেন না! তবে আমার উপায়, পাগল হবো না কি? না—না, তা হবে না, মারা হবে না, তা হ'লে আর দেখতে পাব না যে! এতেও তো তবু দেখতে পাব! তবে জাগাই, এই বেলা তারা না আসতে আসতেই পলায়ন করুন। হ্যাঁ সেই ভাল, মারা হবে না। (একটু অন্তরে গিয়া প্রকাশ্যে) পথিক!——

বীর। (জাগরিত হইয়া) অ্যাঁ, কে তুমি?

দূর্গা। আমার পরিচয়ে তোমার প্রয়োজন?

বীর। প্রয়োজন এমন কিছুই নয়, তবে তুমি কে তাই জিজ্ঞাসা কোরছিলেম।

দুর্গা। আমি দস্যুবালা।

বীর। কি অভিপ্রায়ে?

দুর্গা। তোমার রুধিরাশয়ে।

বীর। আমাকে ভয় দেখাতে ইচ্ছা কোরছ? কিন্তু সুন্দরি! তা ভুলে যাও; তোমার সে আশা এখন আকাশ-কুসুমের ন্যায়—কোন ফল লাভ হবে না। বরং কিছু যাচ্ঞা কর, এখনি দিতে প্রস্তুত আছি।

দুর্গা। যদি সে ইচ্ছা থাকতো, তবে এতক্ষণ আপনার বদন হতে ঐ বীরোচিত বাক্য শুনতে পেতেম না।

বীর। সুন্দরি, ক্ষমা কর। ভাল, আমার রক্তে তোমার কি হবে?

দুর্গা। তেজসিংহকে উপহার দেব।

বীর। তেজ সিং! (শিহরিয়া) তেজ সিং তোমার কে?

দূর্ব্বা। কেহ নয়।

বীর। কেহ নয় তো তারে উপহার দেবে কেন?

দূর্ব্বা। পুরস্কারাশয়ে।

বীর। পুরস্কার, আচ্ছা আমি যদি দিই?

দূর্ব্বা। তুমি, তুমি দেবে না।

বীর। কি কোরে জানলে যে আমি দেব না?

দূর্ব্বা। তুমি যে দেবে না, তা আমি অনেকক্ষণ জেনেছি।

বীর। ভাল, তুমি এখানে কতক্ষণ এসেছ?

দূর্ব্বা। অনেকক্ষণ এসেছি।

বীর। তবে এতক্ষণ স্বকার্য্য সাধন করনি কেন? আর আমাকেই বা জাগালে কেন?

দূর্ব্বা। কেন, কেন তা জানি না।

বীর। দস্যুবালা, তোমার নাম কি?

দূর্ব্বা। পাষাণী।

বীর। গরলময় সাগরে যে কোমল কমল বিকশিত হয়, এবং নব উন্মীলিত নব মল্লিকা স্তবকে যে কীটের আবাস ভুমি, তা আমি পূর্ব্বে জানতেম না।

দূর্ব্বা। ভাবছ কি?

বীর। কৈ না, কিছুই নয়, তুমি পুরস্কার নেবে? এই নেও (গলা হইতে মতির মালা খুলিয়া) ধর।

দূর্ব্বা। ওতে আমার প্রয়োজন নাই। আমি অমন পুরস্কারের প্রার্থী নহি।

বীর। আমার কাছে আরতো কিছুই নাই। আচ্ছা, তুমি কি চাও?

দূর্ব্বা। বীরবর! যদি দিতে ইচ্ছা থাকে, তবে সময়ান্তরে দিও, আমিও সময়ান্তরে চাব।

বীর। সেই ভাল, তখন যা চাবে তাই দিব।

দূর্ব্বা। যা চাব তাই দেবে?

বীর। হ্যাঁ।

দূর্ব্বা। ক্ষত্রিয় বীর! প্রতিশ্রুত হোলে, দেখো যেন ভুল না?

বীর। না।

দূর্ব্বা। শীঘ্র পালাও।

বীর। কেন?

দূর্ব্বা। এখনি দস্যুগণ দলবল সমেৎ উপস্থিত হবে।

বীর। এতো সুখের সমাচার। তাতে আমার ক্ষতি কি?

দূর্ব্বা। ক্ষতি নাই কি? শীঘ্র পালাও।

বীর। পতঙ্গদলের ভয়ে বিহঙ্গরাজ পলায়ন কোর্‌বে?

দূর্ব্বা। না কোর্‌বেই বা কেন, তারা বহু সংখ্যক, আর তুমি একক।

বীর। পলায়ন, রাজপুত সন্তান পলায়ন কর্‌বে, তার অপেক্ষা মৃত্যু সহস্র গুণে প্রশংসনীয়। সুন্দরি! ও অনুরোধ ক'র না, যা শিক্ষা করি নাই, তা কখনই পার্‌ব না!

দূর্ব্বা। (স্বগত) তবে আমি পার্‌লেম কেন? (প্রকাশ্যে) ঐ দেখ, তারা আস্‌ছে। এখনো পালাও, শীঘ্র পালাও।

[বেগে প্রস্থান।

বীর। কৈ, কেহই তো নয়, জনপ্রাণী কাকেও তো দেখ্‌তে পাচ্চি না! তবে যে বল্যে আস্‌ছে, এর কারণ কি? কোথায় গেল? একি মায়াবী, না বনদেবী? কিন্তু যাই হউক, কি মধুর রূপ!—ওকি ও! বৃক্ষের অন্তরাল দিয়ে কারা এই দিকে আস্‌ছে না! ওরাই কি দস্যু? হাঁ, তাই তো বটে। তা তাতে আমারই বা কিসের ভয়? আমি তো নিরস্ত্র নই। এবার নৃশংসগণকে বিলক্ষণ শাস্তি দিতে হবে। (প্রকাশ্যে) আয় পামরগণ, একবার

পরাস্ত-প্রাণ লয়ে পলায়ন করেছিলি, কিন্তু আয়, এবার আর জীবিত পলায়ন কোত্তে হবে না! এখন নিদ্রিত সিংহ জাগ্রত হয়েছে, আর নিস্তার নাই। (অসি নিষ্কাসন করিয়া অগ্রসর)

(রাহুত ও তাহার অনুচরগণের প্রবেশ—
চারি দিক হইতে আক্রমণ—ক্ষণেক
যুদ্ধ—পরে বীরসিংহের পতন।)

রাহু। সাবধান! কেহ যেন রাজপুতের জীবন না হনন করে। শীঘ্রই বন্ধন কর।

[বন্ধন করিয়া লইয়া সকলের প্রস্থান।

(দূর্ব্বার পুনঃ প্রবেশ)

দূর্ব্বা। হতভাগিনীর কথা শুনলেন না। যুদ্ধ কোর্‌লেন, বন্দী হোলেন; তেজসিংহের নিকট বিক্রয় কোর্‌বে! আমি এখন কি করি? বাড়ী যাব? না, তা হবে না। চিতোরে যাই, দেখি যদি কোন সুযোগে মুক্ত কোর্‌তে পারি। একি! আমার প্রাণ কেন এমন করে?

গীত।

কেন আজি আঁখি সদত ঝরে।
হৃদয়ের ধনে কেন লয়ে গেল পরে॥
বিনে সে হৃদয়কান্ত,
হৃদয় না হয় শান্ত,
হোল বুঝি প্রাণ অন্ত সে কান্তে না হেরে॥

[গাইতে গাইতে প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কারাগার।

অচেতন অবস্থায় বীরসিংহ শায়িত।

বীর। (সচেতন হইয়া) একি! এখানে কখন এলেম? কে আন্‌লে? ওঃ! এযে দেখ্‌ছি কারাগার। হায়! হায়! রে দগ্ধবিধে! আমাকে চির দিন দগ্ধ করবার জন্যই কি এখানে নিয়ে এলি! এ অপেক্ষা আমার মৃত্যু হলো না কেন? সিংহ-শাবক হয়ে অবশেষে মূষিকের পদাঘাত সহ্য কোর্‌তে হল? (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) ওকে? ওঃ, ঐ যে সেই নরকের কীট এই দিকেই আস্‌ছে।

(তেজসিংহ ও মানসিংহের প্রবেশ)

মান। কে বীর সিংহ যে, সে গর্ব্ব কোথা? সে তেজ কোথা?

তেজ। সে তেজ এখন নিস্তেজ হয়েছে, সে গর্ব্বও এখন খর্ব্ব হয়েছে।

মান। শশক যতক্ষণ না জালে পতিত হয়, ততক্ষণ নিজের গৌরব প্রকাশ করে।

তেজ। বলি, এখন তোমার বাল্যবন্ধু প্রতাপসিংহ কৈ? সে এসে তোমায় উদ্ধার কোর্‌বে না? এখন পশুর ন্যায় কে বিনাশ হয়?

বীর। (বিরক্ত হইয়া অন্য দিকে গমন)

[মানসিংহ ও তেজসিংহের প্রস্থান।

বীর। ওঃ! নরক যন্ত্রণা হোতে মুক্ত হোলেম।

নেপথ্যে গীত।

পিপাসিনী চাতকিনী, হয়ে সদা বিষাদিনী,
ধায় যথা গুণমণি বিরস বদনে।
অনিলে অনল ছোটে, বিরহিনী ভূমে লোটে,
নিশ্বাসে নিরাশ হয়ে কাঁদে নিরজনে॥

বীর। এ কার কণ্ঠ স্বর? এ না সেই দস্যুবালার? হুঁ,—উঃ! (দীর্ঘনিশ্বাস) এই যে এই দিকেই আস্‌ছে।

(দাসীবেশে দূর্ব্বার প্রবেশ)

বীর। পাষাণি, তুমি এখানে কেমন কোরে এলে?

দূর্ব্বা। অধিক কথা কবেন না, শীঘ্রই এ স্থান ত্যাগ করুন।

বীর। কেন?

দূর্ব্বা। নতুবা মহা বিপদ।

বীর। কেমন করে যাব, প্রহরীরা যেতে দেবে কেন? আমি যে বন্দী!

দূর্ব্বা। সকলেই নিদ্রিত, দুই এক জন যদি জাগ্রত থাকে, তবে এই নিন্, (কটিতটে অসি ঝুলাইয়া দিয়া) এরি প্রতাপে নির্ব্বিঘ্নে গমন করুন। আর বিলম্ব কোর্‌বেন না, শীঘ্র যান, এমন সুযোগ আর পাবেন না।

বীর। পাষাণি,——

দূর্ব্বা। এখনো সময় আছে, এখনো পালান।

বীর। না পাষাণি! আমি যাবনা। রাজপুত সন্তান কখন পলায়ন শিক্ষা করেনি।

দূর্ব্বা। শিক্ষা করেননি সত্য, কিন্তু অদ্য শিক্ষা করুন।

বীর। কি, ক্ষত্রিয় সন্তান পলায়ন কোর্‌বে? ধিক্ তার জীবনে! এমন জীবন যেন শীঘ্র শেষ হয়।

দূর্ব্বা। পলায়ন কোর্‌বেন না তো পশুর ন্যায় বিনাশ হবেন?

বীর। সেও ভাল, তবু পলায়ন কোর্‌ব না।

দূর্ব্বা। তবে প্রতাপের সহায়তা কোর্‌বে কে?

বীর। বীরপ্রসূ ভারত ভূমিতে অনেক বীর আছে।

দূর্ব্বা। একান্তই যাবে না?

বীর। কখনই না।

দূর্ব্বা। আমার অনুরোধ!

বীর। তুমি, তুমি কে? আর তোমার অনুরোধ অতি অন্যায়।

দূর্ব্বা। আমাকে যা দিতে চেয়েছিলেন, তা দিন?

বীর। এখানে কি আছে,—কি দেব?

দূর্ব্বা। তা আমি জানি না।

বীর। এ জীবনে পরিশোধ কর্‌তে পার্‌লেম না। যদি রজীবন থাকে, তবে পরিশোধ কোর্‌ব।

দূর্ব্বা। তবে ঋণী হয়ে মর্‌বে?

বীর। ক্ষতি নাই।

দূর্ব্বা। নরকে পতিত হবে যে!

বীর। হই হব, তোর কি, তুই এখানে কেন? দূর হ, খনি এখান হোতে দূর হ, নতুবা এখনি সমুচিত শাস্তি পাবি।

দূর্ব্বা। গীত।

পাষাণ প্রাণে পাষাণ হোয়ে পাষাণীরে তেয়াগিলে।
পাষাণের অসার প্রাণে প্রাণ তুমি প্রাণ দিয়েছিলে॥
পাষাণ প্রাণে ফুলের মত,
রেখেছিনু অবিরত,

তাইতে তুমি প্রাণনাথ, পাষাণীরে কাঁদাইলে।
পাষাণ হোয়ে পাষাণ প্রাণে পাষাণের দাগ দিয়ে দিলে॥

[গাইতে গাইতে দূর্ব্বার প্রস্থান।

বীর। একি দেবী, না মানবী!

(দুই জন রক্ষকের প্রবেশ)

রক্ষ। আপনাকে বিচার স্থলে যেতে হবে!

বীর। উত্তম, আমি প্রস্তুত আছি।

[উভয়ে শৃঙ্খল পরাইয়া লইয়া প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

আকবরের সভা।

আকবর সা সিংহাসনে আসীন।

[মানসিংহ, তেজসিংহ, পৃথ্বীরাজ ও অন্যান্য সভাসদ্গণ যথা স্থানে উপবিষ্ট—সম্মুখে বিচারপ্রার্থী রাহুত দণ্ডায়মান।]

রাহু। হুজুর!——

আক। তুমি কি চাও?

রাহু। আমি—ই——

আক। কে তুমি?

রাহু। আমার সঙ্গ——(কম্পন)

আক। তোমার কি হয়েছে?

রাহু। হয়েছে;——

আক। কি হয়েছে?

রাহু। সর্ব্বনাশ।

আক। সর্ব্বনাশ কি?

রাহু। খুন—(কম্পন)

আক। তুমি অমন কোর্‌ছ কেন?

রাহু। আমি,—আমার সর্ব্বনাশ——(কম্পন)

আক। কি হয়েছে স্থির হ'য়ে বল। তোমার কোন ভয় নাই।

রাহু। আমার সর্ব্বনাশ কোরেছে। (কম্পন)

আক। (মানসিংহের প্রতি) ও কে? কেন এমন কোর্‌ছে ভাল কোরে জিজ্ঞাসা কর।

মান। (উঠিয়া) তোমার কি হয়েছে?

রাহু। আমার সর্ব্বনাশ কোরেছে।

মান। কে তোমার সর্ব্বনাশ কোরেছে?

রাহু। হুজুর, আমার বৃদ্ধ পিতা মাতাকে খুন কোরেছে।

মান। সে কে? তার নাম জান?

রাহু। আর কে—আপনারা যাকে বন্দী কোরেছেন। বীরসিংহ, বীরসিংহ।

আক। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) কে আছ, বন্দীকে এখানে লয়ে এস।

নেপথ্যে। যে আজ্ঞে।

মান। সে কেন তোমার মা বাপকে খুন কোর্‌লে?

রাহু। কেন জানি না, সেই খুনীকে ডাকান, সে বলুক কেন মেরেছে। আমার পিতা ওর কিছু টাকা ধার্‌তেন—চেয়েছিল, এখন দিতে পারেন্‌নি এই অপরাধ।

(বন্দীকে লইয়া দুই জন রক্ষকের প্রবেশ)

[মানসিংহের উপবেশন।]

আক। বন্দি, তোমার নাম কি ?

বীর। বল্‌তে বাধ্য নই।

আক। তুমি কি এর পিতা মাতাকে হনন কোরেছ ?

বীর। করেছি।

আক। কেন মারলে ?

বীর। সে পরিচয় জানবার প্রয়োজন ?

আক। আছে !

বীর। তারা দস্যু সেই জন্য।

আক। তারা দস্যু ?

বীর। শতবার।

রাহু। ধর্ম্ম অবতার, ওর সমুদয়ই মিথ্যা কথা।

আক। চুপ। (বন্দীর প্রতি) তোমার নিবাস ?

বীর। চিতোর।

আক। চিতোর এখন কার অধিকারভুক্ত তা জান ?

বীর। জানি।

আক। কার ?

বীর। শয়তানের।

আক। শয়তান কে ?

বীর। আকবর সা।

আক। তোমার জীবন মরণ আমার হাতে তা জান ?

বীর। (বিকট হাস্য)

আক। তুমি এখন কোথায় তা জান ?

বীর। জানি।

আক। কোথায় ?

বীর। জ্বলন্ত নরক মধ্যে।

আক। নরক কার নাম?

বীর। আকবর সাহের সভার নাম।

আক। কেন দিল্লীর সম্রাট কি অত্যাচারী?

বীর। সহস্রবার।

আক। বড় স্পর্দ্ধা যে?

বীর। না হবে কেন? যবনকে ভয় কোর্‌তে হবে নাকি!

আক। না কোর্‌বেই বা কেন?

বীর। ওঃ, সেই জন্যই বুঝি আপনি ভয় দেখাচ্ছেন? কিন্তু ক্ষান্ত হউন; এ আপনি বেশ জানবেন, যে ক্ষত্রিয় সন্তান জীবনকে তৃণ তুল্য বোধ করে।

আক। রাজপুত, তুমি না প্রতাপের বন্ধু?

বীর। হাঁ, আমি সেই স্বদেশ-হিতৈষী স্বাধীনতা-প্রিয় যুবকের পবিত্র ব্রতে দীক্ষিত হয়েছি বটে।

আক। ভাল, তাই স্বীকার কোর্‌লেম যে এরা দস্যু। কিন্তু তোমাকে জিজ্ঞাসা করি (রাহুতকে দেখাইয়া) এর জননী স্ত্রী-লোক, সেও কি অপরাধী? তাকে কিদোষে বিনাশ কোরলে?

বীর। স্ত্রী হত্যা! ক্ষত্রিয় সন্তান স্ত্রী হত্যা কর্‌বে? না যবনরাজ! রাজপুত সন্তানের অসি কখনই নির্জ্জীব নয় যে অবোধ অবলার শোণিত পান কোর্‌বে! মোগল সম্রাট! অদ্যাবধিও এই অসি, এই পবিত্র অসি দুর্ব্বলা রমণী শোণিতে কলুষিত হয়নি। যেদিন তা হবে, সেই দিনেই—সেই মুহূর্ত্তেই এই ঘৃণিত অসিকে পুরিস মধ্যে নিক্ষেপ কোর্‌ব। এ মিথ্যা অভিযোগ।

আক। আচ্ছা এও স্বীকার কর্‌লেম, কিন্তু বীরত্ব কি নির্জ্জীব পশুদিগের প্রতি প্রকাশের জন্য?

বীর। হিংস্র পশু বিনাশ সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

আক। আমার আর কিছুই জিজ্ঞাস্য নাই, কেবল এই জানতে

চাই যে তুমি এখন অন্য অধিকারে বাস কোরে আমার অধিবাসীকে বিনাশ কোর্‌লে কেন?

বীর। যারা অসহায় অনাথার সর্ব্বনাশ করে, স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করে, ভাই হয়ে ভাইয়ের রক্তপান করে, আমি তাদের শমন স্বরূপ!—আর অধিকার? অধিকারের বিষয় আপনি কি বল্‌ছেন? যারা ভারতবাসীর উপর অত্যাচার করে, আমি তাদের করাল কৃতান্ত—অধিক কি বোল্‌ব, যদি আপনাকেও পাই—তবে——

তেজ। সতর্কতার সহিত কথা কও।

আক। বীরত্ব নিস্তেজ নির্জ্জীবের প্রতি প্রকাশের জন্য নয়। বন্দি! তুমি যেরূপ গুরুতর অপরাধে অপরাধী, এবং তোমার যেরূপ স্পর্দ্ধা দেখ্‌ছি, তাতে তোমার গুরুতর দণ্ড ব্যতিত আর কি হোতে পারে? তোমার প্রতি অতি কঠিন দণ্ডের আজ্ঞা হোল।

বীর। হউক, তাতে ভীত নহি।

আক। কেন?

বীর। রাজপুতানার সমস্ত রাজপুতগণই উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। একের মৃত্যুতে কিছু মাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি নাই; অনন্ত সাগরের এক গণ্ডুষ বারি হরণ মাত্র। কিন্তু এই বড় আক্ষেপ রহিল যে প্রতিশোধ দিয়ে মর্‌তে পার্‌লেম না।

আক। মরণ, মরণো তোমার পক্ষে সামান্য দণ্ড (রক্ষকের প্রতি) দেখ, বন্দীর কটি হোতে কোস সমেত অসি খুলে নেও। (বন্দীর প্রতি) তুমি যে দিল্লীশ্বরের অবমান করে স্পর্দ্ধা সূচক গর্ব্বিত বাক্য প্রয়োগ করেছিলে, এই তার প্রতিফল।

বীর। দিল্লীশ্বর! এ অপেক্ষা কেন আমার প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা দিলেন না? আমি সহাস্য বদনে মৃত্যুকে আলিঙ্গন কোত্তেম (রক্ষী কর্ত্তৃক তথা করণ) তুমি যে জীবিত সিংহের মুখচিরে দন্ত উৎপাটিত কোরে এখনো জীবিত আছ, এ তোমার পরম সৌভাগ্যের বিষয়।

কি বোলব আমি বন্দী, আমার দুই হস্ত শৃঙ্খলে বদ্ধ, যদি তা না হতো, তবে যে মুখে ঐ দণ্ডাজ্ঞা প্রকাশ হয়েছে, সেই মুখ, সেই ঘৃণিত মুখ এতক্ষণ ধরাতলে লুণ্ঠিত হোত।

আক। বন্দীকে ছেড়ে দেও। (রক্ষীকর্ত্তৃক বন্ধনমোচন) যাও তোমার সেই স্বদেশহিতৈষী মোগল-শত্রু রাণা প্রতাপের সহায়তা কর গে।

বীর। অপমানিত রাজপুত-শত্রু জীবিত রহিল।

আক। বীর! তোমার ন্যায় শত্রু সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হয়, আকবর সাহের ততই আনন্দ।

বীর। আকবর সাহের চাটুবাক্যে বীরসিংহ প্রতারিত হয় না।

পৃথ্বী। (স্বগত) ধন্য বীরবর, তুমিই ধন্য! আর আমি অতি নির্ব্বোধ যে অদ্যাপিও আকবরের শঠতা কিছুই বুঝিতে পাল্লেম না।

[বীরসিংহের প্রস্থান।

তেজ। (উঠিয়া) সাহাজাদা! এই কি ন্যায্য বিচার হোল?

আক। কেন, চিতোরের নবাভিষিক্ত রাজা, মোগল সম্রাট আকবর সাহের বিচারকে অতি অন্যায় বিবেচনা করেন কি?

তেজ। সম্রাট, আমার বিবেচনায় অতি অন্যায় বিচার হয়েছে।

আক। নীচপ্রকৃতি; বিশ্বাসঘাতক, কাপুরুষ, চিতোরেশ্বর, আকবর সাহের বিচারের মর্ম্মার্থ সংগ্রহ কত্তে সমর্থ নয়!

তেজ। সাহাজাদা! আমার বিবে——

আক। (বক্রদৃষ্টিতে) চুপ।——(নেপথ্যে সভাভঙ্গ জন্য ভেরীধ্বনি)

[সকলের প্রস্থান।

পট পরিবর্ত্তন।

বন।

(তেজসিংহ ও রাহুতের প্রবেশ)

তেজ। তুমি এমন চতুর হয়ে শেষে নির্ব্বোধের মত কার্য্য কল্লে! আরে ছি, তোমার কি এ বোধ হলোনা যে মানসিংহ জান্‌তে পারলে বিচার ব্যতিত কখনই তার দণ্ড দিবে না। তুমি যদি সুদ্ধু আমাকে এসে ইসারা কোত্তে, তাহলে ব্যাটাকে অমনি অমনিই নিকেশ করে দিতেম। তা যাহা হউক, মানসিংহ জিজ্ঞাসা করবার মাত্র যে বল্‌তে পেরেছিলে যে ব্যাটা ডাকাত্, এবুদ্ধিও যে তোমার যুগিয়ে ছিল এতে তোমার প্রশংসা করি।

রাহু। হুজুর, কাযটা হাত্ ফোসকে বেতালা রকম হয়েছে বটে, তা তার জন্যে আর চিন্তা কি? হলদী ঘাটে যাবার এইত রাস্তা। ব্যাটাকে তো এই খান দিয়ে যেতে হবে, তবে আর পরোয়া কি? (দুই হস্তের্ দ্বারা তরবার শূন্যে তুলিয়া) এই একটি কোপে দুখানা কোরব! ঐনা কে আসছে, তা যেই আসুক্‌না, এই শম্মার হাতে তরবার থাক্‌তে, আর কাহাকেও প্রাণ নিয়ে ফির্‌তে হবে না। তবে আসুন, এই ব্যালা লুকুই।

তেজ। আচ্ছা চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

(বীর সিংহের প্রবেশ)

বীর। পাপিষ্ঠ তেজসিংহ! কবে তোর তেজ নিস্তেজ হবে, কবে তোর স্বকর্ম্মের প্রতিফল দিতে পার্‌ব। ওঃ, দিনবন্ধো! সে সুখ সূর্য্য কি উদয় হবে না?

(পশ্চাৎ হইতে রাহুতের প্রবেশ ও আক্রমণ
এবং বীরসিংহের পতন।)

(তেজসিংহের প্রবেশ।)

রাহু। বলি পালাস্ কোথায়? আরে মূর্খ! তুই যমের হাত এড়িয়ে পালাবি?——

বীর। (স্বকোপ দৃষ্টি)

রাহু। ও চাউনিতে আর ভয় করিনে।

তেজ। এখন পশুর ন্যায় বিনাশ হয় কে? ভারত উদ্ধার কোর্‌বে না?

বীর। (ক্রোধে দন্ত নিষ্পীড়ন।)

তেজ। আর কেন, ব্যাটাকে এই ব্যালা নিকেশ করে দাও।

রাহু। কি? অমন কোরে নিঝ্যুম মেরে রয়েছিস্ যে?

তেজ। বীরসিংহ, এই দেখ্ জলন্ত অসি (নিষ্কাসন) এই অসিতে মুহূর্তের মধ্যে তোকে শমন ভবনে যেতে হবে।

রাহু। বীরপুরুষ, বীরত্ব দেখাবে না?

তেজ। দেখাবেন বৈ কি, উনিও দেখাবেন, আবার ওঁর বন্ধুও দেখাবে। বেটাকে নিকেশ করে দিই।

রাহু। তা আর বল্‌তে? যত শীঘ্র হয় শেষ করুন। (বীরসিংহকে ধারণ।)

বীর। (চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস।)

তেজ। (মারিতে উদ্যত) না না, তোকে এরূপে মারা হবে না, তুই যার দ্বারায় আমাকে কটুক্তি প্রয়োগ করেছিস্, আগে তোর সেই ঘৃণিত জিহ্বাকে দ্বিখণ্ড করি। পরে তোকে একেবারেই যমালয়ে প্রেরণ কোর্‌ব। (বীরসিংহের বক্ষোপরি উপবেশন।)

তেজ। মুখ খোল্! শীঘ্র মুখ খোল্! হাঁ কর্, না হয় বল্, এই তরবার তোর মুখের ভিতর দিই।

বীর। (দন্তনিষ্পীড়ন।)

তেজ। এখনো খুল্‌লিনে? তবে এই দ্যাখ্ (অসি দ্বারায় খোঁচা মারিতে উদ্যত।)

পাগলিনীর ন্যায় হাসিতে হাসিতে
বেগে দূর্ব্বার প্রবেশ।

দূর্ব্বা। এক মজা দেখ! পশু, পক্ষী, জীব জন্তু যেখানে যে আছ সকলে এসো, দেখে যাও। রাজপুতবীরের অদ্ভূত মৃত্যু দেখে যাও! ক্ষত্রিয়ের প্রধান সহচর অসি কোথায়? ছি ছি ছি, নিরস্ত্র হয়ে মত্তে একটুও লজ্জা হচ্চে না? মরণ কালে অসি নিয়ে মরতে হয় এ বুঝি স্মরণ নাই? (লুক্কায়িত অসি বাহির করিয়া) এই ন্যাও ধর, শীঘ্র ধর। (তথাকরণ)

[দূর্ব্বার বেগে প্রস্থান।

বীর। (তেজসিংহকে ফেলিয়া দেওন ও উঠিয়া) চন্দ্র, নক্ষত্র ও রজনীদেবি, তোমরা সাক্ষী, নিস্তব্ধ জগৎ সাক্ষী, পাপি! আয়, তোর পাপের প্রতিফল দিই। ওঠ্, শীঘ্র ওঠ্, যুদ্ধ কর্, এখন আয়, দেখা যাক্ কে কারে শমন ভবনে প্রেরণ করে!

[রাহুত ও তেজসিংহের পলায়ন।

বীর। নারকি! কোথায় পালাবি? জলধীজলে ডুবে থাক্‌লেও তোর নিস্তার নাই।

[পশ্চাৎ পশ্চাৎ বেগে প্রস্থান

পটক্ষেপণ।

বীর। হতাশ হবো কেন, বরং এক মাত্র সাহসকে আশ্রয় কোরে ভারতের পরমশত্রু সেই বিড়ালতপস্বী আকবর সাহের শিরশ্ছেদন কর্‌তে অগ্রসর হবো।

চরণ। এইত বীরের কর্ম্ম, এই তো বীরোচিত বাক্য।

বীর। আচ্ছা, আমার অবর্ত্তমানে আকবর সাহের কোন কোন অধিকৃত স্থল কি আমাদের হস্তগত হয়েছে ?

প্রতা। হাঁ হয়েছে, কেন ?

বীর। শুন্‌লেম আকবর সাহের পুত্র সেলিম ও সেনাপতি মান-সিংহ আমাদের দমনের নিমিত্ত হলদীঘাটাভিমুখে আস্‌ছে।

প্রতা। ক্ষতি কি ? সে ত উত্তম হয়েছে।

চর। তবে পূর্ব্ব হতে আমরাও প্রস্তুত হ'য়ে হলদীঘাটায় উপস্থিত থাক্‌বো। এখন চল, সমুদায় সৈন্যমণ্ডলীকে এই সুসংবাদ দিয়ে উৎসাহিত করিগে।

প্র, বী। আচ্ছা চলুন।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

সরসী-পুলিন।

(সোপানোপরি শশিলতা আসীনা।)

শশি। একটী, দুটী, তিনটী, ঐ আর একটী, ঐ আর একটী-ক্রমে ক্রমে আকাশময় ছেয়ে পড়্‌লো। আচ্ছা, এরা রোজ রোজ উঠে কেন ? কি জানি ! কিন্তু দেখ্‌তে বেশ। চাঁদ উঠ্‌লো, চাঁদের আলোতে সব যেন হাস্‌ছে ! কুমুদ কলিও ঘোম্‌টা খুলে মুচ্‌কে মুচ্‌কে

হাসিছে। মরণ আর কি, অতো হাঁসি কেন্ লা, হেসে যে গলে পড়্লি। আমার সঙ্গে ঠাট্টা! তোরে না কুমুদ দিদি বলি, তোর সঙ্গে না জলে গিয়ে কত খেলা করি, তোরে না গলায় পরি, তোকে না মাথায় রাখি, হ্যালা, তার বুঝি এই প্রতিশোধ? আচ্ছা, সবাই বলে চাঁদ কুমুদিনীর স্বামী, কুমুদের সঙ্গে চাঁদের বিয়ে হয়েছে। কি কোরে বিয়ে হোল? কুমুদ থাকে জলে আর চাঁদ অত দূরে। এ বিয়ের ঘটক কে? তা কেমন কোরে জান্ব। আচ্ছা, আজ বাড়ী গিয়ে মাকে জিজ্ঞাসা কোর্ব এখন। সে যাক্, কিন্তু আমার মনে কিছুই ভাল লাগ্ছে না কেন? আচ্ছা, কুমুদ কি চাঁদকে ভাল বাসে? ভাল বাসা কার নাম? দূর ছাই, আর ভাব্তে পারি নে। তিনি যে কোথায় গেলেন, তা কিছুই জানিনে। কেবল যাবার সময় বলে গেলেন, শশি! চল্লেম, বোধ হয় জন্মের মতই চল্লেম! আচ্ছা, আর কি দেখা হবে না? আর কি তাঁরে দেখ্তে পাব না। তিনি কোথায় আছেন একবার যদি জান্তে পারি, তবে লুকুয়ে গিয়ে দেখে আসি তিনি কি কচ্চেন! (অন্যমনস্কে আকাশের দিকে চাহিয়া গীত।)

গীত।

কেন কেন শশি বল কাঁদে মম প্রাণ।
কেন আজি কাঁদি আমি হেরি ও বয়ান ॥
বিহনে সে গুণনিধি, সদত কাঁদিছে হৃদি,
শশাঙ্কে কলঙ্ক হেরি অকলঙ্ক সে পরাণ।
চকোরী অধরে কেন না করিল সুধাদান ॥

নেপথ্যে গীত।

কেন কেন দিবস রজনী ধনী।
ঘুরিছে কপোতী সদা যেন পাগলিনী।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

নির্ঝরিণী পার্শ্ব।

(শশিলতা ও দূর্ব্বা আসীনা।)

শশি। হাঁ্যা দিদি, আজ কদিন এসেছি ?

দূর্ব্বা। প্রায় এক মাস।

শশি। যাঁরে দেখতে এলেম, কৈ, তাঁর তো দেখা পেলেম না! হাঁ্যা দিদি, তিনি কি এখানে নাই ?

দূর্ব্বা। (নিরুত্তর)

শশি। দিদি।

দূর্ব্বা। কেন ?

শশি। কি হবে।

দূর্ব্বা। কেন ?

শশি। সেখানে থাক্‌লে যদিও দেখ্‌তে পেতেম, এখন কিন্তু তা হবে না।

দূর্ব্বা। আমি কি কোর্‌বো বোন, অন্বেষণের তো ত্রুটি হচ্চে না।

শশি। দিদি! আমার কপাল বড় মন্দ।

দূর্ব্বা। তুমি যদি তাঁর নাম জান্‌তে, সমস্ত পৃথিবী ঘুরেও তাঁকে দেখাতে পার্‌তেম।

শশি। তুমি আজ আবার খুঁজ্‌তে যাবে তো ?

দূর্ব্বা। হাঁ্যা, এই চল্লেম। তুমি অধিকক্ষণ বাহিরে থেকনা। এখন এখানে সদা সর্ব্বদাই লোকজন যাতায়াত করে। আমি চল্লেম।

[প্রস্থান।

শশি। দিদি তো চলে গেল, আমি কি করি? বসে বসে ঐ গাছের কচি কচি পাতা গুলি গুনি। আহা, ঐ পাখিটি কেমন ছানার মুখে খাবার তুলে দিচ্চে। আমার মাও আমাকে ঐ রকম খাইয়ে দিত। আবার ঐ দিকে ঐ গাছ গুলি ফুলে একেবারে নুয়ে পড়েছে। আহা, ঐ জল টুকু কেমন ঝুর ঝুর কোরে পড়্‌ছে। এতে বেশ ঘুম আসে, একটু কেন ঘুমুই না। (অঞ্চল পাতিয়া শয়ন এবং ক্ষণেক পরে উঠিয়া) না, ঘুম হোল না। কেবল তাঁরেই মনে পড়ে। (ঈষৎ রোদনের সহিত) ওগো, তুমি কোথায় গো, একটিবার দেখা দেও গো, আর আমি কাকাতুয়ার গায়ে হাত দিতে তোমাকে বারণ কোর্‌ব না। সে আমা ছাড়া সকলকে কামড়াতো বলে তোমাকে তার গায়ে হাত দিতে বারণ কোরেছিলেম। আবাগী মরিয়া আবার যদি কামড়ায়, তা হোলে আমি তাকে ছেড়ে দেব। হায়, তিনি কোথায়, আর আমিই বা কোথায়, কারেই বা বলছি? তিনি কি শুন্‌তে পাচ্চেন? শুন্‌তে পেলে কি আমাকে না দেখা দিয়ে থাকতে পার্‌তেন! (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) আচ্ছা, লোকে বলে যে, যাকে রাত দিন ভাবা যায়, ঘুমুলে নাকি তারে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। তবে একটু ঘুমুই না কেন, তা হলে ত দেখ্‌তে পাব। (শয়ন)

(প্রতাপের প্রবেশ)

প্রতা। (স্বগত) ও কে? একটি স্ত্রীলোক না? এখানে শুয়ে কেন? কোন বিপদে পতিত হয়েছে নাকি? যাই দেখি গে। (নিকটে গমন) এ কে! এ না সেই শশিলতা? আমার হৃদয় মন্দিরের আরাধ্যা দেবী। এঁ্যা, আমি জ্ঞানশূন্য হলেম নাকি! এ কি আমার সেই হৃদয়ের ধন? এ যে এখন অন্যের বিবাহিতা, হয় হউক, কিন্তু যে আমার হৃদয়-সাগরের প্রস্রবণ, আমার মনোমন্দিরের দর্পণ, যে কমলকে আমি হৃদিসরোবরে সযত্নে স্থান দিয়েছি, তারে বিস্মৃত হই কি করে? জগৎকে ভুল্‌তে পারি, তবু তাকে ভুলতে অক্ষম! কিন্তু

এ যে পরস্ত্রী, এঁকে ভাব্‌লে যে নরকে যেতে হবে। ক্ষতি কি? এ যন্ত্রণা অপেক্ষা নরক যন্ত্রণা কি অধিক? কিন্তু আমি যে প্রতিজ্ঞা করেছি তা কি সমুদায়ই বিস্মৃত হলেম? না না, তা হবো কেন? কিন্তু এ এমন অবস্থায় এখানে রয়েছে কেন? এযে দেখ্‌ছি নিদ্রিত। জাগাব না কি? (প্রকাশ্যে) শশি, শশি, প্রতাপের হৃদয় সর্ব্বস্বধন, উঠ, কঠিন মৃত্তিকা কি তোমার শয়নের উপযুক্ত স্থান? একি! আমি আবার সমুদায়ই বিস্মৃত হলেম! ডাক্‌বারি বা প্রয়োজন কি? তবে এখন গমন করাই বিধেয়!

(শশিলতার নিদ্রাভঙ্গ এবং প্রতাপকে দেখিয়া)

শশি। (স্বগত) অঁ্যা, আমি একি দেখ্‌ছি?

প্রতা। শশি!

শশি। (নিরুত্তর)

প্রতা। শশি, ভাল আছ?

শশি। (নিরুত্তর)

প্রতা। শশি, এখানে কেন?

শশি। (নিরুত্তর)

প্রতা। শশি, আমার সহিত কথা কবে না, তোমার সহিত আর আমার সাক্ষাতের অধিকার নাই। চল্লেম, এ জীবনে আর তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ হবে না। জগদীশ্বর তোমাকে চির-সুখিনী করুন।

[প্রস্থান।

শশি। অঁ্যা গেলেন! আমাকে ফেলে গেলেন? ওগো, আমি যে তোমাকেই দেখ্‌ব বলে এতদূর এসেছি। আমাকে ফেলে কোথায় যাও? (উঠিয়া দ্রুত পদে অগ্রসর ও পদে আঘাত লাগিয়া পতন ও মূর্চ্ছা)

(তেজসিংহের প্রবেশ)

তেজ। (স্বগত) এই মাত্র না এখানে কথা কহিতে ছিল? এরি মধ্যে আবার কোথায় গেল? ক্ষুধিত শার্দ্দুলের মুখ হোতে মৃগশিশু পলায়ন কর্‌লে! কিন্তু রে নির্ব্বোধ! তুই অতলতলে বা গিরিকন্দরে যেখানেই কেন থাক্ না, এ তুই বেশ জানিস্ যে তেজসিংহের ছলনায় তোর জীবন-দীপ শীঘ্রই নির্ব্বাপিত হবে। (শশিলতাকে দেখিয়া) এ কে! আহা কি সুন্দর রূপ! যেন আগুণ জ্বল্‌ছে। এর সঙ্গেই কি সেই লম্পট ছোঁড়া এতক্ষণ কথা কচ্ছিল? ছোঁড়া বুঝি এরে বিয়ে করেছে? আরে ভেকে কি কখন কমলের মর্ম্ম জানে? তা নইলে এমন সোণার প্রতিমাকে কি এই কঠিন প্রস্তরোপরি ফেলে রাখে? কিন্তু একে তো একবার আমার বিলাসগৃহে নিয়ে যেতে হবে। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) রাহুত!

নেপথ্যে। হুজুর—

(রাহুতের প্রবেশ)

তেজ। দেখ একে ধর, আমার বিলাসগৃহে নিয়ে যাই।

রাহু। যে আজ্ঞে, তা দেরি করেন কেন?

তেজ। না দেরি করব কেন? শুভস্য শীঘ্রং!

[শশিলতাকে লইয়া উভয়ের প্রস্থান।

(দূর্ব্বার প্রবেশ)

দূর্ব্বা। শশি, শশি, শশি, কৈ শশি কোথায় গেল? এখানে ত নাই। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) ঐ না, কারা কারে নিয়ে দৌড়ে যাচ্চে! হ্যাঁ তাইত বটে! ওরাই কি শশিকে নিয়ে গেল? আমার কিন্তু তাই বোধ হচ্চে! যাই আমিও চল্লেম। দেখি পাপাত্মারা কোথায় নিয়ে যায়!

[প্রস্থান।

পটক্ষেপণ।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

তেজসিংহের বিলাসগৃহ।

(শয্যোপরি শশিলতা অজ্ঞান অবস্থায় পতিত)

শশি। (সচেতন হইয়া) একি, আমি কোথায়? (উঠিয়া) এখানে কখন এলেম, কে আন্‌লে? তিনি কি এনেছেন? না না, আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছি! না, এতো স্বপ্ন নয়! তবে আমি এখানে কেমন করে এলেম? তিনিতো আমাকে ফেলে গেলেন, তার পর বোধ হয় যত্ন করে রেখে গেছেন! তিনি আমাকে কত ভাল বাসেন। আমার সেই হরিণটিকে, ময়ূরটিকে পর্য্যন্ত ভাল বাসেন। আর আমাকেও ভাল বাসেন। সেইজন্যই এখানে যত্ন করে রেখে গেছেন। এ ঘরটা কিন্তু বেশ। কৈ, তিনি এখনো আস্‌ছেন না কেন? ঐ যে, কার পায়ের শব্দ হচ্ছে, এবার নিশ্চয়ই আস্‌ছেন! ঐ যে এলেন বলে—।

(তেজসিংহের প্রবেশ)

শশি। (স্বগত) ওমা, এ আবার কে?

তেজ। সুন্দরি, ভাব্‌ছ কি?

শশি। হ্যাঁ গা, আমি এখানে কেমন করে এলেম?

তেজ। আমিই এনেছি।

শশি। কেন?

তেজ। তুমি অজ্ঞান হয়ে ঝরনার কাছে পড়েছিলে, তাই!

শশি। অতি অন্যায় করেছেন।

তেজ। কেন?

শশি। না আন্‌লে বাঘ ভালুকে আমায় খেয়ে ফেল্‌তো।

তেজ। তবে আমি তোমায় বিপদ হোতে মুক্ত করেছি, আমি তোমার পরম মিত্র।

শশি। আপনি আমার পরম শত্রু।

তেজ। কেন, কিসে?

শশি। কি জন্য আমাকে নিয়ে এলেন?

তেজ। আমার হৃদয়ে ধারণ করবার জন্য।

শশি। কি জন্য?

তেজ। তোমাকে বুকে রাখ্‌বার জন্য।

শশি। হ্যাঁগা, আমার যে বে হয়েছে!

তেজ। তাতে দোষ কি?

শশি। আমার সতীত্ব নষ্ট করবেন?

তেজ। সতীত্ব, সতীত্ব আবার কার নাম?

শশি। সতীত্ব কার নাম, তা আপনি জানেন না?

তেজ। জান্‌লে এ সময় ভুলে যাওয়াই ভাল।

শশি। ভুলুন আর নাই ভুলুন, আমাকে ছেড়ে দিন, আমি চলে যাই।

তেজ। তাও কি হয়? তোমাকে এখনি হৃদয়ে ধারণ কোরব! তোমাকে কি এখন ছেড়ে দিতে পারি?

শশি। আমি যে এইমাত্র আপনাকে বল্লেম যে আমার বে হয়েছে, তবে আবার আপনি ওরূপ কথা বলছেন যে?

তেজ। হয়ে থাকে হয়েছে, তাতে আর ক্ষতি কি? সে যা হউক,

সুন্দরি, আমি আর অপেক্ষা করতে পারিনে! সুধামুখি, আমাকে তোমার ঐ বদন-সুধা দান কোরে সুখী কর।

শশি। আপনি না ক্ষত্রিয়? কেন মিথ্যা আমার ধর্ম্মনষ্ট করেন? আমাকে ছেড়ে দিন, আমি চলে যাই। (যাইতে উদ্যত)

তেজ। (গতিরোধ করিয়া) সুন্দরি, কোথায় যাও! আগে আমাকে বধ কর, তার পর যেয়ো! তুমি গেলে চিতোরের সিংহাসনে উপবেশন করবে কে?

শশি। চিতোরের সিংহাসন কার?

তেজ। আমার।

শশি। তুমি কি আকবর সা?

তেজ। না, আমার নাম তেজসিংহ, আমিই এখন চিতোরের অধীশ্বর।

শশি। তুমিই সেই বিশ্বাসঘাতক?

তেজ। কেন, বিশ্বাসঘাতক কিসে হলেম?

শশি। তা আমি অত জানিনে। আমি এখানে থাক্‌ব না, আমাকে ছেড়ে দিন, আমি যাই। (অগ্রসর)

তেজ। এই যে ছেড়ে দিচ্চি, তুমি আমার হৃদয়ের ধন, এস, তোমাকে হৃদয়ে রাখি। (ধরিতে উদ্যত)

শশি। ওমা, কোথায় যাব,—কি করি? দুর্গে-দুর্গতি হর মা! (পশ্চাৎদিকে গমন করিতে করিতে পতন)

নেপথ্যে। মহারাজ! সম্রাট আপনাকে ডাক্‌ছেন, শীঘ্রই আসুন।

তেজ। আচ্ছা, আমি আগে, কুরঙ্গিনী তো জালে পড়েছে, এখন আর কোথায় যাবে!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

আকবর সাহের মন্ত্রণাগৃহ।

(আকবর ও পৃথ্বীরাজ।)

আক। ভারতবর্ষের প্রায় প্রধান প্রধান রাজাগণ আমার অধীনতা স্বীকার করেছে! কিন্তু প্রতাপকে এখনও বশীভূত কত্তে পাল্লেম না। যে অনাহারে পর্ব্বতে পর্ব্বতে ভ্রমণ করে স্বাধীনতার জন্য কাতর, ধন্য তার বীরত্ব! ধন্য তার স্বদেশানুরাগ ও ধন্য তার সহিষ্ণুতা!

পৃথ্বী। হলদীঘাটার যুদ্ধে প্রতাপ পরাস্ত হয়েছে বটে, কিন্তু আপনি এ বেশ জানবেন যে জাগ্রত সিংহ কখনই পিঞ্জরাবদ্ধ হবে না, অর্থাৎ অধীনতা পাশে আবদ্ধ হবে না। সেই ভিক্ষুক প্রতাপ সিংহ অনিদ্রায় অনাহারে জীবন বিসর্জ্জন কর্ব্বে, তথাপি দাসত্ব স্বীকার কর্ব্বে না। তার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কর্ব্বার জন্য সে কখনই জীবন সত্বে নিশ্চেষ্ট থাকবে না।

আক। প্রতাপের ন্যায় শক্র থাকা অধিক সৌভাগ্যের বিষয়। আকবর সা সতত্ই এইরূপ প্রার্থনা করে!

নেপথ্যে। সাহাজাদা! প্রতাপসিংহের নিকট হতে একজন দূত এসেছে।

আক।, তাকে এখানে আসতে দাও।

(দূতের প্রবেশ।)

দূত। (অভিবাদন করিয়া) রাণা প্রতাপসিংহ কোন বিশেষ কার্য্যের জন্য আমাকে সম্রাটের নিকট প্রেরণ করেছেন!

আক। কি অভিপ্রায়ে? তোমার প্রভু কি সন্ধির জন্য লালায়িত হয়েছেন?

দূত। নবঘন যতই বর্ষণ করুক না, একা তপনদেবের প্রভাবে সমুদায়ই শুষ্ক হবে, তার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

আক। তপনদেবকে বোলো এবার যে সে বর্ষণ নয়, মহা-প্রলয়।

দূত। এরূপ মহাপ্রলয় যদি শত গুণে বৃদ্ধি পায়, তথাপি প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডদেব মনে কল্লেই নিমেষের মধ্যে তাহা নিঃশেষ কত্তে পারেন! যাক্, সে কথায় প্রয়োজন নাই—এখন যে কারণে তিনি আপনার নিকট আমাকে প্রেরণ করেছেন, তাহা শ্রবণ করুন।

আক। আচ্ছা বল্‌তে পার!

দূত। তিনি এই কথা জিজ্ঞাসা করে পাঠিয়েছেন যে আপনি মোগল সম্রাট আকবর সা না দস্যু প্রধান?

আক। কেন, একথা জিজ্ঞাসার তাৎপর্য্য কি?

দূত। তাৎপর্য্য আছে! কেন না যার রাজত্বে অসহায় অবলার উপর পীড়ন, দীন দুঃখী অনাথগণ অন্নাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, যেখানে পাপের জয়, যার সহচরগণ এক একটী জলন্ত নরকস্তম্ভ, সে দস্যু-প্রধান নয়ত কি?

আক। আমি তো একথার কিছুই মর্ম্মার্থ সংগ্রহ কত্তে পাল্লেমনা!

দূত। বুঝ্‌তে যতই না পারেন, ততই মঙ্গল।

পৃথ্বী। দূতবর! আমরা তো কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।

দূত। অবিচার! অত্যাচার! অসহায়া অনাথার উপর অত্যাচার!

আক। কে এরূপ অত্যাচার কচ্চে? তার নাম বল, যদি সে আমার অধিকারভুক্ত হয় বা আমার আত্মীয় স্বজন মধ্যস্থ কোন ব্যক্তি হয়, তা হলে এখনি তার সমুচিত শাস্তি বিধান করবো।

দূত। আপনার অধিবাসী কি না, তা জানি না। কিন্তু তার নাম তেজসিংহ।

আক। কে তেজসিংহ? উদয় সিংহের সহোদর?

দূত। হাঁ, সেই দুরাচারই বটে।

আক। সে কি কোরেছে?

দূত। তাকে এখানে উপস্থিত করুন, তার সমক্ষেই তার গুণের পরিচয় দিই।

আক। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) এখানে কে আছ?

নেপথ্যে। হুজুর!

আক। তেজসিংহকে শীঘ্র আনয়ন কর।

নেপথ্যে। যে আজ্ঞে।

আক। (দূতের প্রতি) আচ্ছা, তুমি এখন স্বচ্ছন্দে বল্‌তে পার?

দূত। একটী অনাথিনী রমণীর ধর্ম্ম নষ্টের উপক্রম।

আক। সে রমণী এখন কোথায়?

দূত। তেজসিংহ কর্ত্তৃক বিহঙ্গিনী পিঞ্জরাবদ্ধ। সে রমণী এখন পাপাত্মার বিলাসগৃহে অবস্থিতি কোরছে।

(তেজসিংহের প্রবেশ।)

তেজ। (অভিবাদন করিয়া) সম্রাট! আমায় কি নিমিত্ত আহ্বান করেছেন?

আক। বিশেষ প্রয়োজন আছে, এই ব্যক্তি কি বল্‌ছে শোন।

তেজ। অ্যাঁ, এ কি বল্‌ছে?

পৃথ্বী। আর কি বলবে? আপনার গুণের পরিচয় দিচ্চে।

আক। (দূতের প্রতি) তাঁকে এখানে আনা যেতে পারে?

দূত। বিচারক পিতার সমান। বিচারালয়ে তাঁর সমক্ষে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই অসঙ্কুচিতচিত্তে উপস্থিত হতে পারে।

আক। (নেপথ্যের দিকে) এখানে কে আছে? শীঘ্রই তেজ সিংহের বিলাসগৃহে যে রমণী আছে, তাকে অতি যত্নসহকারে আনয়ন কর।

নেপথ্যে। যে আজ্ঞে।

তেজ। সাহাজাদা! এর কারণ কি? আমার বিলাসগৃহে যে আমারই বিবাহিতা ভার্য্যা আছে!

আক। কারণ কিঞ্চিৎ বিলম্বেই জান্‌তে পার্ব্বেন।

তেজ। (স্বগত) সর্ব্বনাশ, এ যে দেখ্‌ছি মহাবিপদ্ উপস্থিত। এখন উপায়? (চিন্তা) হাঁা, ঠিক হয়েছে, এই কথা বল্লেই ঠিক হবে।

(শশিলতাকে লইয়া জনৈক প্রহরীর প্রবেশ।)

আক। (তেজসিংহের প্রতি) মহারাজ, ইনি কে? এঁকে কি চেনেন?

তেজ। উনি যে আমার বিবাহিতা ভার্য্যা! আপনি কি আমার সহিত ব্যঙ্গ কচ্চেন?

আক। বিবাহিতা ভার্য্যা?

তেজ। হাঁা, বিবাহিতা ভার্য্যা! [illegible] পত্নী। অতি শৈশব সময়ে আমার সহিত বিবাহ হয়েছিল।

আক। আপনি আর বিবাহ করেছিলেন? — না ইনিই আপনার একমাত্র সহধর্ম্মিণী?

তেজ। না, আমি আর বিবাহ করি নাই।

আক। (দূতের প্রতি) ইনি বলেন কি?

দূত। সমুদায়ই মিথ্যা।

তেজ। আমার সমুদায় মিথ্যা? সম্রাটের সম্মুখে মিথ্যা কথা, এখনি সমুচিত শাস্তি পাবি।

দূত। আমি শাস্তি পাব? মোগল সম্রাট দূতকে হত্যা কর্ব্বেন? তাতে কিছুমাত্র আপত্তি নাই। কিন্তু কার মিথ্যা কথা, তা ঐ রমণীকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেই সমস্ত জ্ঞাত হবেন।

আক। উত্তম কথা। (রমণীর প্রতি) ইনি তোমার কে?

শশি। (নিরুত্তর)

আক। বল না! লজ্জা কি? না বল্লে যথার্থ বিচার হবে না। ইনি তোমার কে?

শশি। জানিনা।

আক। তুমি এঁকে চেন?

শশি। না।

আক। পূর্ব্বে কি কখন দেখেছ?

শশি। না।

আক। আচ্ছা আগে কোথায় ছিলে?

শশি। মার কাছে?

আক। কোথায়? কোন স্থানে?

শশি। বনে।

তেজ। সাহাজাদা' এ সমুদায়ই মিথ্যা কথা। আমার বোধ হয় স্বেচ্ছাচারিণী ঐ দুরাচারকে সতীত্ব বিতরণ করেছে।

আক। (ক্রোধের সহিত) চুপ্! যখন তোমাকে জিজ্ঞাসা কোর্ব্ব, তখন তুমি তার উত্তর দিও। (শশিকে) এখানে এলে কি করে?

শশি। জানিনা। আমি ঝরনার ধারে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম, জ্ঞান হয়ে দেখি ঘরের ভিতর শুয়ে আছি।

তেজ। সাহাজাদা। আমি এর কিছুই বুঝতে পাচ্চি না।

দূত। রাণা প্রতাপ সিংহ কি আপনার নিকট মিথ্যা অভিযোগ করে পাঠিয়েছেন?

আক। আমি তো এ বিষয়ের কিছুই নিরাকরণ কর্ত্তে পাল্লেম না। (শশির প্রতি দূতকে দেখাইয়া) তুমি কি এঁকে চেন?

শশি। না।

আক। কখন দেখেছ কি?

শশি। মনে হয় না।

আক। তুমি এখানে কদিন এসেছ?

শশি। জানিনা।

তেজ। সাহাজাদা, আমি তো এর কিছুই জানিনা, এ সমুদায়ই মিথ্যা।

আক। রাণা প্রতাপ সিংহ তবে তোমার নামে মিথ্যা অভিযোগ করে পাঠিয়েছেন—না? আমি আর কিছুই শুন্‌তে চাই না। আমার নিশ্চয় বোধ হচ্চে তুমিই অপরাধী।

দূত। যদি আপনার বিশ্বাস না হয়, পৃথ্বীরাজকে জিজ্ঞাসা করুন! উনিই বলুন ওর স্ত্রী জীবিত কি মৃত?

পৃথ্বী। হাঁ, আমি জানি যে ওঁর স্ত্রী চিতানলে জীবন বিসর্জ্জন করেছেন। কেন? দিল্লীশ্বর কি তা দেখেন নাই? বোধ হয় আপনারও স্মরণ হতে পারে যে, যে দিন চিতোরের সৌভাগ্য রবি অস্তমিত হয়, সেই দিনই ওঁর স্ত্রী বিমলা দেবী, রাজ্ঞি কমলা দেবীর সহ চিতানলে আত্ম বিসর্জ্জন করেছেন।

আক। হাঁ, আমারও স্মরণ হচ্চে বটে! (তেজসিংহের প্রতি) তেজসিংহ! তুমি নিশ্চয়ই দোষী। তুমি কখনই মনে কোরনা যে পাপ গোপন থাকে। তুমি প্রত্যেক দিন, প্রত্যেক মুহূর্ত্তে যে যে পাপকার্য্য করেছ, তার একটিও দিল্লীশ্বরের অবিদিত নাই। বোধ হয় তোমার স্মরণ হতে পারে যে, যে দিন বীরকেশরী বীরসিংহ বন্দী রূপে বিচারের জন্য আমার সভায় উপস্থিত হয়, সে কি সে দিন তোমার চাতুরী জালে পতিত হয়ে আমার সমক্ষে আনীত হয় নাই? চিতোরের সিংহাসনে তোমার ন্যায় পাপিষ্ঠকে অধিষ্ঠিত করান দিল্লী-রের অতীব গর্হিত কার্য্য হয়েছিল। মহারাজ তেজসিংহ! খলতা কপটতা যার সহচর, হিংসা যার জীবনের প্রধান ব্রত, দস্যুতা র হৃদয়ের অলঙ্কার, সেই দুর্বৃত্ত নরাধম কখনই চিতোর ংহাসনের যোগ্য নয়। তুমি অদ্য চিতোর সিংহাসন হতে বিচ্যুত ল! সিংহাসনে উপবেশন কত্তে হলে তুমি নিশ্চয় জেনো তেজসিংহ, বিলক্ষণ ক্ষমতা ও বুদ্ধির আবশ্যক করে। তোমার ন্যায় নীচ পুরুষ কখনই সিংহাসনের উপযুক্ত করে।

তেজ। সাহাজাদা! আমি কিছুই জানিনা, কেন আমার উপর বৃথা দোষারোপ করেন? (কপট ক্রন্দন)

আক। চুপ্, অধিক কথা কহিলে বিশেষ রূপ অপমানিত হবে। এখনি আমার নয়নের অন্তরালে প্রস্থান কর।

তেজ। কোথায় যাব! আর আমার কে আছে? হায়, অবশেষে আমার এই হোল! [কাঁদিতে ২ প্রস্থান।]

আক। (দূতের প্রতি) দূতবর! তোমার রাজাকে বোলো যে মোগল সম্রাট আকবর সা তাঁর জন্য চিতোর সিংহাসন সুসজ্জিত করে রেখেছেন। কেন বৃথা পর্ব্বতে বাস করে অনর্থক কষ্টভোগ করেন?

দূত। সম্রাট! আপনার বদান্যতায় যথেষ্ট সুখী হলেম। দাস! প্রতাপসিংহ কখন কাহারও দান গ্রহণ করেন না। বিশেষতঃ যবনের নিকট হতে দান গ্রহণ করে সিংহাসনে উপবেশন করা অপেক্ষা অনাহারে অনিদ্রায় বিটপি তলে বাস করাকেও তিনি মঙ্গল বিবেচনা করেন।

আক। তোমার রাজাকে বলো যে তিনি যে যবনকে ঘৃণা করেন, একদিন সেই যবনের অধিকার মধ্যে বাস করে সেই যবনের নিকট দাসত্ব স্বীকার কত্তে হবে।

দূত। কি বল্লেন? অধিকারের মধ্যে বাস! দাসত্ব স্বীকার! সাহাজাদা, তা ভ্রমেও মনে স্থান দেবেন না। ক্ষত্রবংশপূজিত রাণাপ্রতাপসিংহ কখনই অস্পৃশ্য যবনের নিকট অধীনতা স্বীকার কর্বেন না। ওঃ, আমি বিস্মৃত হয়েছিলাম, তিনি আপনাকে একটি দ্রব্য উপহার দিয়াছেন, এই গ্রহণ করুন। (অসি প্রদান) এরূপ কতগুলি দ্রব্য আপনার প্রয়োজন আছে?

আক। এরূপ পঞ্চদশ সহস্র যদি প্রতাপসিংহ কখনও একত্রিত কত্তে পারেন, তবে জান্‌বো যে তিনি তাঁর পৈতৃক রাজ্য চিতোর উদয়পুর জয় কত্তে সমর্থ হবেন।

দূত। পঞ্চদশ সহস্রের কথা কি বল্‌ছেন, যদি এরূপ পঞ্চসহ

একত্রিত হয়, তা হলে রাণা প্রতাপসিংহ তার প্রতাপে আকবর সাকে সিন্ধুনদের পশ্চিম পারে রেখে আস্‌তে পারেন।

আক। বড় সুকঠিন।

পৃথ্বী। (স্বগত) বড় আশ্চর্য্য নয়।

দূত। যাক্, আমার কার্য্য শেষ হয়েছে, এখন আমি বিদায় হলেম।

[প্রস্থান, পশ্চাতে শশিলতার প্রস্থান।

আক। চল, আমরাও যাই।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজ পথ।

(শশিলতা দণ্ডায়মানা)

শশি। যে আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করে, সে কে? মুখখানি যেন চিনি; আচ্ছা, আমার জন্য ও এত ব্যস্ত কেন? ঐ না এই দিকেই আশ্চে।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। আপনি এখন কোথায় যাবেন?

শশি। হ্যাগা, তুমি কে গা?

দূত। এখন যাবেন কোথা?

শশি। হ্যাঁগা, ডাকাতদের কাছ থেকে তুমি আমায় নিয়ে এলে কেন ?

দূত। বুঝতে পারিনি।

শশি। হ্যাঁগা, তোমার বাড়ী কোথায় গা ?

দূত। বল্লে বুঝতে পার্ব্বেনা !

শশি। তোমার নামটি বলনা গো ?

দূত। পরে জান্‌বে।

শশি। এখন তুমি কোথায় যাচ্চ ?

দূত। হলদীঘাটায়।

শশি। কেন ?

দূত। যুদ্ধ দেখ্‌তে।

শশি। আমিও যাব ; আমায় নিয়ে যাবে ?

দূত। কেন ?

শশি। আমি বড় যুদ্ধ দেখ্‌তে ভাল বাসি !

দূত। তবে এস।

[উভয়ের প্রস্থান।

(তেজসিংহের প্রবেশ।)

তেজ। (স্বগত) কি ছিলেম কি হলেম! কেন দেখ্‌লেম ? অমৃত ভেবে বিষপান কেন কল্লেম ? ওঃ, বুক যে জ্বলে গেল ! হৃদয়ের অন্তঃস্থল পুড়ে ছারখার হোল ! কি হবে ? রাজা ছিলেম, ভিখারী হলেম ! পাপের প্রতিফল। এতই কি পাপ করেছি যে তার প্রতিফল এত কষ্টদায়ক ? লঘুপাপে গুরুদণ্ড ? আর ভ্রমেও পাপ পথে পদার্পণ কোর্ব্ব না ! এখন হতে সাবধান হলেম আর কখন পাপের সন্নিকটেও যাব না ! কিন্তু আর একবার—যার জন্য রাজ্য গেল ভিক্ষার ঝুলি সম্বল হোল—যে ভুজঙ্গিনীর বিষের জ্বালায় পুড়ে মলেম, তার

সতীত্ব কি রূপ প্রখর আর একবার দেখ্‌ব! এতে পাপ হয় হ'ক ক্ষতি নাই! কিন্তু একটা সামান্যা স্ত্রীলোক যে তেজসিংহের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সাহসী হয়, এও সামান্য সাহসের কার্য্য নহে। দুশ্চারিণি! তুই জানিস না যে কার শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হয়েছিস? চণ্ডালিনি! এই দেখ্, এই তেজসিংহের হিংসানল প্রজ্বলিত হোল, এখন কে তোকে রক্ষা করে দেখ্‌ব? যদি স্বয়ং বিরূপাক্ষও তোর পক্ষ অবলম্বন করেন, তথাপি এই তেজসিংহের করালকবল হতে কখনই রক্ষা কর্ত্তে পার্ব্বেন না! কিন্তু এতে যে পাপ হবে? হয়—হ'ক্, এরূপ শত সহস্র পাপ কল্লেও তেজসিংহের মনে তিলার্দ্ধের জন্যও কষ্ট বোধ হয় না! (ঈষদ্ধাস্যে) মোগলসম্রাট আমাকে সিংহাসন চ্যুত করেছে! পাপিষ্ঠ একবার ভ্রমেও ভাব্‌লে না যে রত্নাকরের রত্ন হরণের চেষ্টার ন্যায় এ চেষ্টা তার নিশ্চয়ই বিফল হবে! অর্থে কি না হয়? যে টাকা লয়ে এসেছি, এতে সিংহাসনে বসেও যে লাভ, আর না বসেও তাই! (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) রাহুত!

(রাহুতের প্রবেশ।)

রাহুত। হুজুর!

তেজ। এক কাজ কর্ত্তে পার?

রাহুত। হুজুর অনুমতি কল্লে কি না কর্ত্তে পারি?

তেজ। পূর্ণিমায় রাত্রকে অমাবস্যা কর্ত্তে পার?

রাহুত। এতো সামান্য কথা! এই দণ্ডেই হুজুর অমাবস্যা দেখাতে পারি।

তেজ। উত্তম, আমার পশ্চাতে এস!

[তেজসিংহের প্রস্থান।

রাহুত। (সহাস্যে) পশ্চাতে যা। তার আর কথা আছে? যতক্ষণ ঐ টাকা গুলো তোর কাছে থাক্‌বে, আরে, ততক্ষণ কি রাহুত

তোর মন ছাড়া হবে? টাকা গুলো এখন কোন রকমে হস্তগত কত্তে পারে হয়, তা হলে বিলক্ষণ প্রভু ভক্তির কাজ দেখান যাবে! তখন এই ঠ্যাংএর উপর ঠ্যাং দিয়ে বসে দেদার হুকুম চালাচ্চি! আর কি! তখন তুমি রাহুত আর আমি তেজসিংহ!

[প্রস্থান।

পট পরিবর্ত্তন।

বন মধ্যস্থ পথ।

(শশিলতার প্রবেশ।)

শশি। ওগো, তুমি কোথায় গেলে গো! আমার বড় ভয় করচে! ওমা, ও আবার কারা আস্‌ছে? ঐ না সেই ডাকাতের দল? হ্যাঁ, তাইত। তবে কি হবে?

(তেজসিংহ ও রাহুতের প্রবেশ।)

তেজ। কেমন সুন্দরি! তেজসিংহের শত্রুতা কর্‌বে না? বল এখন কি হবে?

শশি। কি হবে?

তেজ। কি হবে? এই দেখ কি হয়!

(ধরিতে অগ্রসর এবং পশ্চাৎ দিক হইতে দূতের প্রবেশ ও তেজসিংহের স্কন্ধে অসি প্রহার। তেজসিংহের পতন।)

(তাহার নিকট হইতে টাকার তোড়াটি লইয়া রাহুতের পলায়ন।)

[শশিলতার হাত ধরিয়া দূতের প্রস্থান।

তেজ। উঃ, মলেম, হায় হায়, অবশেষে এই হোল? বিশ্বাসঘাতক, তোকে বিশ্বাস করে এই হোল? অর্থ পর্য্যন্ত হরণ কর্‌লি—শেষে শত্রু হস্তে ফেলে পালালি? এই কি ধর্ম্ম? পাপি! জানিস না যে আর এক দিন আছে? সে দিনের উপায় কি কোর্ব্বি? আর আমি, আমারও তো পাপের ইয়ত্তা নাই। আমার কি হবে? আমি সে দিন কি কোর্ব্ব? ওঃ মৃত্যু হোলনা কেন? তা হলে তো এ নিদারুণ যন্ত্রণা হতে নিষ্কৃতি পেতেম। না না না, মৃত্যু হলে নরক যন্ত্রণা ভোগ কত্তে হোত। এখন বুকের মাঝে যে বিষের বাতি জ্বল্‌ছে, তখন এ অপেক্ষা শত সহস্র গুণে প্রজ্জ্বলিত হোত! না না, মরা হবে না। আচ্ছা মলেম না যেন, কিন্তু যাতনাও তো কমে না! এত দিন যে পাপ সঞ্চয় করেছি, কিসে জান্‌লেম যে আমি পাপী? (চিন্তা) যার জন্য শত সহস্র কুল-কামিনী পতি পুত্র হীন হয়ে অনাথিনীর ন্যায় চিতানলে ভস্ম হয়েছে, যার জন্য সহস্র সহস্র দুগ্ধপোষ্য বালক পিতামাতা হীন হয়ে অনাথের ন্যায় দ্বারে দ্বারে মুষ্টি ভিক্ষা করে, সে পাপী নয় তো এ ত্রিসংসারে পাপী আর কে? তাদের অদৃষ্টের ভোগ ছিল, তাই তারা দুঃখ পেলে। এতে আমি পাপী হলেম কিসে? আচ্ছা, আমি যেন পাপী নয়, কিন্তু এ অসহ্য যন্ত্রণা আমার হৃদয় মধ্যে কেন? আমি পাপী নয়, কিন্তু ঘোর নারকী। এ নরক যন্ত্রণা হতে কিছুতেই মুক্ত হতে পার্ব্বো না! কিন্তু আর এক বার—আর এক বার সেই পাপিয়সীর—(দন্তনী-ষ্পিড়ন) তার পর যা হবার, তাই হবে। কিন্তু এই রূপ একটি একটি করেই তো পাপের বৃদ্ধি হয়েছে? না, ও সব কিছুই নয়; ও সমস্তই অলীক! প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসাই ইহজীবনের সার।

[উঠিয়া প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

মরুভূমি।

(প্রতাপসিংহ, চরণ দেব, বীরসিংহ ও রাজপুত সৈন্যগণ দণ্ডায়মান।)

চরণ। স্বাধীনতা-প্রিয় রাজপুত সৈন্যগণ! যদি তোমাদের বীরাঙ্গণার গর্ব্ভে জন্ম হয়ে থাকে, যদি তোমাদের শরীরে বিন্দু মাত্র ক্ষত্রিয় রক্ত বহমান থাকে, আর যদি তোমরা বীরপ্রসূ রাজপুতনার সন্তান বলে পরিচয় দিতে ইচ্ছা কর, তবে সুসময় উপস্থিত! সকলে এক প্রাণ হয়ে মোগলের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ কর—প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তেজের ন্যায় তোমাদের তুলনীয় বীর্য্য, মোগলের গতি রোধ করে সমগ্র ভারতবর্ষে প্রতিফলিত হউক। পামর মোগল সন্তান জানুক্ যে ক্ষত্রিয় বীর্য্যের কি প্রবল প্রতাপ! বীরগণ, একবার সকলে সেই বীর চূড়ামণি ভীমসিংহের অবস্থা স্মরণ করে দেখ দেখি, একবার চিতোরের সেই শেষ দিনের ঘটনা ভেবে দেখ, হিমাদ্রি হতে কুমারিকা পর্য্যন্ত কিরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্থ নয়নোন্মীলন করে একবার দেখ, দুরাচারগণ তোমাদের উপর, তোমাদের জননী ও ভগ্নীগণের উপর কি ভয়ানক অত্যাচার কচ্চে। এ দেখেও কি তোমাদের শত্রু শোণিত-পিপাসু অসি, কোষ মধ্যে নিদ্রিত থাকবে? শরীরকে শোভিত করবার নিমিত্তই কি কটিদেশে অসি কোন নিবদ্ধ করেছ? শিবের ত্রিশূল, বীরবংশের গৌরব ঐ সমস্ত পবিত্র বস্তু তোমাদের অস্পর্শে কলঙ্কিত হচ্ছে। যে রাজপুত যুদ্ধে ভয় পায়, অসি যার বিলাসের সামগ্রী, সেই নিস্তেজ ভীরু

কখনই ঐ সমুদায় পবিত্র বস্তুর যোগ্য নয়। ঐ দেখ তোমাদের বিপক্ষে তোমাদের স্বাধীনতার বিপক্ষে অস্পৃশ্য ম্লেচ্ছগণ অগ্রসর হচ্চে। তোমাদের শরীরে কি বীর্য্য নাই, বাহুতে কি বল নাই, হস্তে কি অস্ত্র নাই? তবে,তবে এখনও কি জন্য পশ্চাৎগামী হচ্চো? ঐ দেখ তোমাদের অসিতে জলন্ত অক্ষরে লেখা রয়েছে যে, যে রাজপুত শত্রুদমনে ভয় পায়, সে অনন্ত নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। বীরগণ, একবার হুহুঙ্কার শব্দে রণস্থলে পতিত হওগে, তোমাদের জয় ধ্বনিতে যেন ত্রিলোক কম্পিত হয়।

সৈন্যগণ। (অসিনিষ্কাসন পূর্ব্বক সমস্বরে) জয় ভারতের জয়!

বীর। ভ্রাতৃগণ, অগ্রসর হও, চল, যবন বিপিনে দাবানলের ন্যায় পতিত হয়ে ম্লেচ্ছগণকে ভস্মসাৎ করিগে।

[বেগে প্রস্থান।

প্রতা। বীরগণ, একবার বীরদর্পে অগ্রসর হও, আকবর সাহের সাধ্য কি যে এ প্রবল বন্যার গতি রোধ করে।

নেপথ্যে। জয় দিল্লীশ্বরের জয়!

সৈন্যগণ। জয় ভারতের জয়, রাণা প্রতাপের জয়!

প্রতা। বীরগণ, অগ্রসর হও। আর কেন? এইত সময়, জয় ভারতের জয়।

[বেগে প্রস্থান।

সৈন্যগণ। জয় ভারতের জয়।

[সকলের প্রস্থান।

চরণ। যতো ধর্ম্মঃ স্ততো জয়।

[প্রস্থান।

(নেপথ্যে জয় দিল্লীশ্বরের জয়। জয় ভারতের জয়। জয় আকবর সাহের জয়! জয় রাণা প্রতাপ সিংহের জয়!)

(যুদ্ধ করিতে করিতে মানসিংহ ও বীরসিংহের প্রবেশ।)

মান। পামর! আজ তোর জীবনের শেষ দিন। এই সময় তোর ইষ্ট দেবকে স্মরণ কর।

বীর। নিজে সাবধান হ, এখন আর তোর নিস্তার নাই।

(উভয়ের যুদ্ধ, পশ্চাৎ দিক হইতে তেজসিংহের প্রবেশ।)

তেজ। এই বার নিজে মর্লি যে।

(বীরসিংহকে মারিতে উদ্যত।)

(তেজসিংহের পশ্চাৎ হইতে অপরিচিত যোদ্ধার প্রবেশ এবং তেজসিংহের হস্তে আঘাত করণ, তেজসিংহের পলায়ন।)

বীর। ওঃ, পাষাণি! (ক্ষণেক অপরিচিত যোদ্ধার বদনের প্রতি নিরীক্ষণ) তুমি দেবী না মানবী? এ জীবনে তোমায় চিন্‌লেম না।

দুর্ব্বা। তুমিও দেব কি মানব আমিও তা চিন্‌তে পার্‌লেম না।

[দুর্ব্বার প্রস্থান।

বীর। সাবধান, মৃত্যু তোর অতি সন্নিকট।

[মানসিংহকে আক্রমণ ও যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

পটক্ষেপণ।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পর্ব্বত শিখর।

(যোগিনীবেশে শশিকলা আসীনা।)

শশি। একদিন, দুদিন, তিনদিন, ক্রমেই দিন তো ফুরাল; তবুও তো আর তাঁর দেখা পেলেম না! বড় ইচ্ছা ছিল আর একবার দেখি—আর একবার প্রাণ খুলে দুটো মনের কথা কই, কিন্তু বিধি! সে সাধে বাদ সাধ্‌লি! অভাগীর এই সামান্য বাসনাটিও পূর্ণ হতে দিলি নে! আমি অবাগী আনন্দে গলে পড়লেম—লজ্জার বশীভূত হয়ে দুটো কথাও কইলাম না! কাজেই তিনি মুখভার করে চলে গেলেন! সে তাঁর দোষ নয়—সে দোষ আমার। কিন্তু আর তো দেখা হোল না! আর বৃথা আশায় আশায় কত দিন বাঁচ্‌বো? আশ্রয়হীন লতা কতক্ষণ শূন্যে শোভা পায়? কিন্তু এত দিন আমি যে সামান্য ভাঙ্গা ভেলাটিকে বুকে করে এই অনন্ত সাগরে ভেসে বেড়াচ্ছিলাম, আজ সপ্তাহ গত হল সেই ভাঙ্গা ভেলা ডুবে গেছে, আর এ নিরাশা সাগরে কত দিন সাঁতার দেব? মরণই মঙ্গল! তবে একবার মনের ভিতর মন মন্দিরের দেবতাকে পূজা করি! (চক্ষু মুদিত করিয়া ধ্যান)

(অলক্ষ্যে পশ্চাতে প্রতাপের প্রবেশ।)

শশিলতার গীত।

নাথ করুণ নয়নে।
দেখ হে বারেক আসি অভাগিনী পানে ॥
ছার তনু দগ্ধ হোল, আশা যে ফুরায়ে গেল,
প্রেম ব্রত সাঙ্গ হোল নবীন জীবনে।
অকালে কালের চক্র ঘুরিল সঘনে ॥

(উঠিয়া গিরিতলে পড়িতে উদ্যত ও প্রতাপ কর্তৃক গতিরোধ এবং হঠাৎ প্রতাপকে দেখিয়া পর্ব্বতোপরি পতন ও মূর্চ্ছা।)

প্রতাপ। শশি! শশিমুখি! আমায় ক্ষমা কর, আমি তোমার নিকট সহস্র দোষে দোষী! কিন্তু প্রিয়ে! এবার আমার দোষ ক্ষমা কর।

(মূর্চ্ছাভঙ্গে শশিলতা নিরুত্তর)

প্রতাপ। প্রিয়তমে! একবার কথা কও, তোমার চিরশুভাকাঙ্ক্ষী প্রতাপ তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কচ্ছে!

শশি। সে কি নাথ? তুমি কি দোষে দোষী যে তোমায় ক্ষমা কোর্ব্ব? বরং আমিই তোমার পদে, পদে পদে দোষী।

প্রতা। প্রাণাধিকে, আমি পূর্ব্বে জান্‌তেম না যে তুমি আমায় ভাল বাস? তা হলে কি তোমায় কখন হৃদয়চ্যুত কর্ত্তেম? আমার হৃদয়ের ধন, এস, আমার দগ্ধ হৃদয়কে শীতল কর।

শশি। প্রাণেশ! আমি যে এখানে, তুমি তা কি করে জান্‌লে?

প্রতা। প্রিয়ে! কমল বিকশিত হলে কি অলিকে সন্ধান বলে দিতে হয়?

শশি। (সহাস্যে) সত্য, কিন্তু অলিরাজ যে এত অনুকূল হবেন, তা আমি স্বপ্নেভাবিনি

নেপথ্যে গীত।

জলদের কোলে আজি সৌদামিনী দেখা দিল।
তমালে মাধবীলতা এত দিনে সুশোভিল॥

(যোগিনী বেশে দূর্ব্বার প্রবেশ।)

প্রতা। (দূর্ব্বাকে দেখাইয়া) উনি কে প্রিয়তমে? ওঁকে কি চেন?

শশি। (প্রতাপের হস্ত ত্যাগ করিয়া) বিদেশিনি! দিদি! তুমি এত দিন কোথায় ছিলে? (দূর্ব্বার গলা জড়াইয়া রোদন)

দূর্ব্বা। ছিঃ দিদি! এমন সময় কি চখের জল ফেল্‌তে আছে?

শশি। তুমি এত দিন কোথায় ছিলে দিদি? হ্যাঁ দিদি! তুমি কি আমাকে ভুলে গিয়েছিলে? আমি যে তোমায় কত খুঁজেছি, তা আর তোমায় কি বল্‌ব।

দূর্ব্বা। কেন দিদি! আমি তো তোমার কাছ ছাড়া হই নাই।

শশি। সে কি! কই, আমি তো তোমায় দেখি নাই। হ্যাঁ দিদি! এ তোমার মিছে কথা।

দূর্ব্বা। তুমি দেখেছ, কিন্তু চিন্তে পার নি।

শশি। তোমায় চিন্তে পারি নি! এও কি কখন হয়?

দূর্ব্বা। না হয় বা কি করে? যখন তেজসিংহ তোমায় ধরে নিয়ে যায়, তখন কে তোমায় মুক্ত করে নিয়ে আসে?

শশি। হ্যাঁ, দিদি! এই বার তো মিথ্যে কথা ধরা পড়েছে। সে বুঝি তুমি? সে যে এক জন পুরুষ মানুষ।

দূর্ব্বা। সে পুরুষ কে, তা জানো?

শশি। না।

দূর্ব্বা। সে অন্য কেউ নয়, সে যে আমি।

শশি। হ্যাঁ, তুমি আর হতে হয় না, তার যে দাড়ি গোঁফ ছিল।

দূর্ব্বা। কেন পরচুল পর্‌লে কি পুরুষ হওয়া যায় না।

শশি। (দূর্ব্বার গলা জড়াইয়া) দিদি! আমি তোমায় চিন্‌তে পারিনি, তোমার পেটে এত বুদ্ধি, তা আমি স্বপ্নেও জান্‌তেম না। (ক্ষণেক পরে) দিদি! তুমি একটু হাঁসনা?

দূর্ব্বা। (স্বগত) হাঁস্‌বার দিন আসুক, অবশ্যই হাস্‌ব। এদের আজ সুখের দিন, তাই জগৎসুদ্ধ লোককে হাস্‌তে বল্‌ছে। (প্রকাশ্যে) হাস্‌ব? এই হাস্‌ছি।

গীত।

যুগল কুসুম-কলি চারু-বৃন্তে দেখা দিল।
একটি কুসুম তাহে প্রভাতেতে বিকশিল॥
অপর কুসুম কলি, বিনে মনোমত অলি,
সরমে মরমে ঢলি, বিষাদেতে শুকাইল।
পাষাণে অনল হায় কেন বিধি জ্বালাইল॥

(চরণদেবের প্রবেশ।)

চর। বৎস প্রতাপ! তুমি এখানে, বীরসিংহ যে তোমার অনুসন্ধান কর্‌ছে।

প্রতা। দেব! তিনি এখন কোথায়?

চর। তিনি সন্নিকটেই আছেন। (শশিলতাকে দেখিয়া) ওমা শশিপ্রিয়ে! তুমি এখানে? হাঁমা! তোমার দুঃখিনী জননীকে ফেলে কোথায় ছিলে?

নেপথ্যে। ওমা শশিপ্রিয়ে! দুখিনীর অঞ্চলের ধন, কোথায় মা!

ওমা! একবার আয়, একবার এসে আমার এই তাপিত হৃদয় শীতল কর্। ওমা! দেখে যা, তুই বিহনে তোর দুখিনী জননীর কি দুর্গতি হয়েছে।

(লক্ষ্মী দেবীর প্রবেশ।)

ওমা শশিলতা! আমার বুকের ধন, একবার আমার বুকে আয়, মা! একবার আমার কোলে এসে তেম্নি আধ আধ স্বরে মা বলে ডাক্ মা!

শশি। (দ্রুতপদে লক্ষ্মীদেবীর নিকট গমন্ ও লক্ষ্মীদেবীর বুকে মুখ লুকাইয়া ক্রন্দন)

লক্ষ্মী। হ্যাঁ মা! তোর দুখিনী জননীকে কি করে ফেলে গিয়েছিলি?

শশি। মা——(ক্রন্দন)

লক্ষ্মী। (পাষাণীর প্রতি) ওমা পাষাণি! তোমার গুণে আজ আমার হারাধনকে বুকে পেলেম, আশীর্ব্বাদ করি, তুমি পতিসুখে সুখিনী হও। হ্যাঁ মা! তুমি যে বলেছিলে ক্ষত্রিয়কুলতিলক রাণা প্রতাপসিংহ আমার জামাতা হবেন, সে কথা কি সত্য?

দূর্ব্বা। (প্রতাপকে দেখাইয়া) এঁরি নাম প্রতাপসিংহ।

[দূর্ব্বার প্রস্থান।

(এক জন দূতের প্রবেশ।)

দূত। মহারাজ প্রতাপ সিংহ! আমি মোগল সম্রাটের নিকট হতে আপনার নিকট দূতরূপে প্রেরিত হয়েছি, এখন আকবর সাহের কিরূপ অভিপ্রায়, তা শ্রবণ করুন। মিথ্যা মনুষ্যরক্তপাতে মেদিনীকে প্লাবিত কর্তে তিনি নিতান্ত অনিচ্ছুক, তিনি আপনাকে আপনার পৈতৃক রাজ্য সমর্পণ কর্তে প্রস্তুত আছেন।

প্রতা। দূতবর! দিল্লীশ্বরের ভদ্রব্যবহারে আমি অতিশয় প্রীত হলেম, কিন্তু আপনার সেই চতুরচূড়ামণি আকবর সাহকে বল্‌বেন যে, শত্রুশোণিত দর্শনে রাজপুত কিছুমাত্র দুঃখিত নয়। শত্রুশোণিত দর্শন করে রাজপুত নাম যদি পৃথিবী হতে বিলুপ্ত হয়, তাহাও রাজপুত সন্তানের প্রার্থনীয়। তাতে তারা কিছুমাত্র কাতর ও দুঃখিত নয়। আপনার যবন সম্রাটকে বল্‌বেন যে, অসি রাজপুতের বিলাসের দ্রব্য নয়। অস্ত্র রাজপুতের ক্রীড়ার সামগ্রী। আজীবন তারা এই আনন্দেই উন্মত্ত থাকে। তিনি আমাকে পৈতৃক রাজ্য প্রদান কত্তে সম্মত আছেন, এ অতি সুসম্বাদ। কিন্তু দূতবর! এ সম্বাদে আহ্লাদিত হলেম না। তাঁকে এই কথা বল্‌বেন যে, রাণা প্রতাপসিংহ অস্পৃশ্য ম্লেচ্ছের দান গ্রহণ কত্তে শিক্ষা করেনি। যত দিন রাণা প্রতাপ সিংহ জীবিত থাক্‌বে, সেই অস্পৃশ্য ম্লেচ্ছরাজকে ঘৃণার সহিত অশ্রদ্ধা কর্ব্বে।

দূত। মহারাণা প্রতাপ সিংহ! আপনি যথার্থই রাজপুতকুলের গরিমা। আপনা হতেই রাজপুত নাম পুনরায় উজ্জ্বল হোল। আপনার বীরোচিত বাক্য যথার্থ আপনারই যোগ্য। আপনি যে মহৎ সংকল্পে ব্রতী হয়েছেন, জগদীশ্বর যেন আপনার সে উদ্দেশ্য সফল করেন। আপনার অভিপ্রায় মোগল সম্রাটকে জ্ঞাত কর্‌ব। আমি এক্ষণে বিদায় হোলেম।

[প্রস্থানোদ্যত।

চরণ। (দূতের প্রতি) বিকানিয়ারাধিপতি পৃথ্বীরাজ! ক্ষণেক অপেক্ষা করুন। বিশেষ সুসম্বাদ আছে।

পৃথ্বী। গুরুদেব! আর লজ্জা দেন কেন? এখন আর আমি বিকানিয়ার অধিপতি নই, আমি এখন অস্পৃশ্য যবনের দাস, রাজপুতকুলের কলঙ্ক, এখন আমাকে ওরূপ সম্ভাষণ কর্‌লে রাজপুত নামে কলঙ্ক হবে।

চরণ। হয় হউক, ক্ষতি নাই, তোমার ন্যায় উন্নত হৃদয় ক্ষত্রিয়ের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হয়, ভারতের ততই মঙ্গল। যতদিন ক্ষত্রিয়গণ ভারত পৃষ্ঠে বিচরণ করবে, ততদিন তোমার সজীব কবিতা জলন্ত অক্ষরে রাজপুত হৃদয়কে উৎসাহিত করবে।

পৃথ্বী। দেব, কি সংবাদ আজ্ঞা হোক্।

চরণ। মহারাজ! (শশিলতাকে দেখাইয়া) একে কি চেনেন?

পৃথ্বী। (চিন্তা) বোধ হয় দেখেছি।

চরণ। কোথায়?

পৃথ্বী। স্মরণ নাই, বোধ হয় দিল্লীর রাজসভায়।

চরণ। আর কি কখন দেখেন নি?

পৃথ্বী। স্মরণ হয় না।

চরণ। মহারাজ! এটি আপনারি কন্যা, এর নাম শশিলতা, আর ঐ দেখুন ব্যাকুলহৃদয়া পতিহারা পতিরতা লক্ষ্মীদেবী উন্মাদিনীর ন্যায় অনিমিষনয়নে আপনার প্রতি দৃষ্টিপাত করে রয়েছেন।

পৃথ্বী। গুরুদেব! আর না, যথেষ্ট হয়েছে, ক্ষমা করুন। যারে সম্মুখে দেখছেন, সে পৃথ্বীরাজ নয়, পৃথ্বীরাজের সাদৃশ্যাকার মাত্র। পৃথ্বীরাজ জীবিত নাই, যে দিন বিকানিয়ার অধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ হয়, তার পূর্ব্বেই পৃথ্বীরাজের মৃত্যু হয়েছে। (রাণীর প্রতি) অয়ি পতিপ্রাণা উন্নত হৃদয়ে! তোমার মহৎ সঙ্কল্প কি সিদ্ধ হয়েছে? যদি হয়ে থাকে, তবে বিলম্বের আবশ্যক নাই। এখনও পৃথ্বীরাজ তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।

লক্ষ্মী। (পৃথ্বীরাজের প্রতি) মহারাজ! ইচ্ছা ছিল শশিলতার বিবাহ দিয়ে অভাগিনীর দুঃখের জীবন বিসর্জ্জন করি, কিন্তু আজ আমার সেই ব্রত উদ্‌যাপন হবে। আজ সূর্য্যবংশের শুকতারা স্বয়ং রাণা প্রতাপ সিংহ, দুঃখিনীর কন্যার পরিণয়পাশে বদ্ধ হতে ইচ্ছুক। রাজন্! এতদিনের পর আমার আদরের শশিলতা তমালতরুতে জড়িত হবে, দুঃখিনীর কন্যা আজ প্রতাপসিংহের মহিষী হবে।

চরণ। (পৃথ্বীরাজের প্রতি) মহারাজ! শুভ সময় উপস্থিত, এই দণ্ডেই শশিপ্রিয়াকে রাণার বংশধরের হস্তে সমর্পণ করুন।

লক্ষ্মী। দেব ক্ষান্ত হউন, রমণীর নিকট স্বামী চিরদিন সমান পূজ্য। কিন্তু যিনি ম্লেচ্ছের অধীন, মোগলের দাস, বীরাঙ্গণা তাঁকে স্বামী বলে গণ্য করে না, আর তিনিও বিকানিয়ারাধিপতির কন্যাকে সম্প্রদান কর্‌বার যোগ্য ব্যক্তি নন। আমার স্বামী জীবিত নাই, বহুকাল হোল তাঁর মৃত্যু হয়েছে, এই দেখুন, তার প্রমাণ স্বরূপ আমার এই হস্ত দেখুন, যে দিন পতির মৃত্যু হয়েছে, সেই দিনেই এই হস্তের অলঙ্কার উন্মোচন করেছি। যে দিন বিকানিয়ারাধিপতি মোগলের অধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ হন, সেই দণ্ডে, সেই মুহূর্ত্তেই এই হস্তের অলঙ্কার পরিত্যাগ করেছি। স্বামীর অবর্ত্তমানে তাঁর বিধবা স্ত্রীই কন্যাকে সম্প্রদান কর্‌বে। (শশিলতার হস্ত ধরিয়া প্রতাপের হস্তে সমর্পণান্তে) বৎস প্রতাপ! আজ আমার আদরের ধন, সয়ত্নের লতা শশিলতাকে তোমার হস্তে সমর্পণ কর্‌লেম। দেখ বাপ! দুঃখিনীর ধন বলে কখন অযত্ন করোনা।

(শশি ও প্রতাপ উভয়ের প্রণাম)

লক্ষ্মী। (প্রতাপের প্রতি) বৎস! জগৎপিতা তোমার মনোরথ পূর্ণ করুন (শশিলতার প্রতি) মা! আশীর্ব্বাদ করি পতিসুখে সুখিনী হও।

(চরণদেব ও পৃথ্বীরাজকে উভয়ের প্রণাম।)

চরণ। (শশিলতার প্রতি) সাবিত্রী দময়ন্তীর ন্যায় পতিব্রতা হও।

পৃথ্বী। জগদীশ্বরের কৃপায় যেন নবদম্পতি শীঘ্রই উদয়পুরের সিংহাসনে উপবেশন করেন। (লক্ষ্মী দেবীর প্রতি) অয়ি উন্নত হৃদয়ে! বোধ হয় তোমার মনের সঙ্কল্প সিদ্ধ হয়ে থাকবে। শীঘ্র এস, পৃথ্বীরাজ তোমার জন্য অপেক্ষা কর্‌ছে।

[বেগে প্রস্থান।

লক্ষ্মী। মহারাজ! ক্ষণেক অপেক্ষা করুন, দাসীকে ফেলে যাবেন না।

[বেগে প্রস্থান।

চরণ। মহারাজ! দাঁড়ান, একটা কথা শুনুন।

[বেগে প্রস্থান।

নেপথ্যে চরণ। পৃথ্বীরাজের অপঘাত মৃত্যু, এ অতি দুঃখের বিষয়।

নেপথ্যে পৃথ্বী। ক্ষত্রিয় সন্তান কি রূপে দেহ ত্যাগ করে, পৃথ্বী-রাজ সে বিষয় বিশেষ রূপে অবগত আছে।

শশি। নাথ, মা কোথা গেলেন।

প্র। কোথায় আর যাবেন, এস দেখিগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

নদীতীর—শ্মশান।

(অর্দ্ধ উন্মাদ অবস্থায় ছোরা হস্তে তেজসিংহের প্রবেশ।)

তেজ। হায় হায় মলেম মলেম, সেই নিশাচরীর জন্যেই মলেম। শেষে এই হলো? আশার একটি অঙ্কুও পূর্ণ হলো না? কেন, আমি কি দোষে দোষী যে, বিধি আমার প্রতি প্রতিবাদী হলো? রাজা হলেম, সিংহাসনে বস্‌লেম, কিন্তু সুখী ত হলেম না! কেন মিথ্যা

রাজা হলেম, কেন বা সেই দয়ার সাগর সহোদরের বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করে তাঁকে রাজ্যচ্যুত কর্‌লেম? উঃ, স্মরণ হলে হৃদয় যে বিদীর্ণ হয়। চিতোরের সেই ভয়ানক ঘটনা, সেই নিদারুণ অত্যাচার, কাহার দোষে হলো? কার দোষে হলো জানিনে,—জানিনা কি? আমি জানি না ত জানে কে? তার প্রতিফল কে ভোগ কর্‌বে? হায়! হায়! কেন তখন পুণ্যের পথে পদার্পণ কর্‌লেম না? পাপের পথ অতি সহজ, অতি পরিষ্কার দেখ্‌লেম, দেখে ভুলে গেলেম্। কেন এলেম, একি! একি! ওঃ কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! চতুর্দ্দিকে যে পিশাচ ও প্রেতিনী-গণের বিকট আস্যের খল খল হাস্য আমার নয়ন পথে উদিত হচ্ছে। ওকি! ও আবার কি? মস্তকহীন মৃতদেহগণ আমাকে দেখে বিদ্রূপ-সূচক নৃত্য কর্‌ছে? একি! এ যে রক্তবৃষ্টি, এ যে অবিশ্রান্ত হতে লাগ্‌ল, থামে না যে, পৃথিবী যে ভেসে গেল, কোথায় দাঁড়াই, আকাশ যে ভেঙ্গে পড়্‌বার উপক্রম হয়েছে; আমার মাথায় পড়্‌বে? পড়ুক, একি! আবার এ কি হলো? বসুমতী যে দ্বিখণ্ড হয়েছে! আমায় গ্রাস কর্‌বে নাকি? করুক। মাতঃ বসুন্ধরে! আমি তোমার মধ্যে প্রবেশ করে এই নিদারুণ যন্ত্রণা হতে তিলার্দ্ধের জন্য নিষ্কৃতি লাভ করি (দ্রুতগতি অগ্রসর) ওকি! ও যে প্রজ্বলিত কালানল! রক্ষা কর, রক্ষা কর, জগদীশ! এই নারকীরে রক্ষা কর। (দ্রুতপদে অন্য দিকে গমন) একি, এযে ভয়ানক দুর্গন্ধ! নাসিকা যে রুদ্ধ হলো, নিশ্বাসের গতি রোধ হলো! প্রাণ কণ্ঠাগত, তবু মরণ হচ্ছে না (দ্রুতপদে অন্য দিকে গমন) একি, একে অন্ধকার, তাতে আবার গাঢ় দুর্গন্ধময় ধূমে পরিবৃত; দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুদয় যে অবসন্ন হলো, দৃষ্টি যে রোধ হলো। আমি কোথায়? পৃথিবীতে! না না পৃথিবীতে নয়, নরকে। [redacted]? প্রজ্বলিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় আবার কে তুই? চিতোরেশ্বরী কমলাদেবী? এই দেখ, আমার দুর্দ্দশা দেখ, কেবল তোর রূপেই মোহিত হয়ে আমার এই দুর্দ্দশা হয়েছে! তোর জন্য কত শত সহস্র ভয়ঙ্কর পাপ কর্‌তে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হই নাই। হৃদয়কে শীতল

কর্‌বার জন্যে অনবরত পাপ পথে ভ্রমণ করেছি, পরের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করেছি, পরস্ত্রী হরণ করেছি, কিন্তু কৈ, কিছুতেই ত আমার পাপ আশা পূর্ণ হয়নি! আমার এই দগ্ধ হৃদয়ের জ্বালা ত কিছুই নিবারণ হয় নি! পিশাচিনি! তুই আমার সর্ব্বনাশ করলি, তুই নিষ্কলঙ্ক তেজসিংহের নির্ম্মল চরিত্রে কলঙ্ক উৎপাদন করালি! এই দেখ, তোর জন্যে আজ জলন্ত নরক মধ্যে প্রবেশ করে নরক যন্ত্রণা ভোগ কর্‌ছি: কিন্তু তথাপি ত তোকে বিস্মৃত হতে পারলেম না! উঃ প্রাণ যায়! কি হবে, এখন করি কি? তুই কে? কে তুই? রাহুত! (ছোরা দেখাইয়া) এই দেখ পাপের প্রতিফল! হা—হা—হা! আমার দুর্দ্দশা দেখ্! আমায় দেখে হাস্‌ছিস্, কিন্তু তোকেও এরূপ অবস্থায় পতিত হতে হবে! উঃ! বড় তৃষা—প্রাণ যায়—প্রাণ ফেটে যায়—জল দে—জল দে; কে তুই? ওঃ, সুন্দরী কমলা—আমার অন্ধকার হৃদয়ের প্রজ্জলিত দীপ! আমার মানসসাগরের প্রস্রবণ! তুমি এসেছ! কেন? আমার শুষ্কহৃদয়ে জল দেবে? দেও। (বদন ব্যাদান) উঃ রাক্ষসি! কি দিলি, এ যে রক্ত, (রক্ত বমন) দূর হ, দূর হ, আমি চিতোরেশ্বর, আমার সহিত রহস্য? কে তেজসিংহ? আমি কি তেজসিংহ? না না, আমি তেজসিংহ নই, আমি সাধ্বী সতী কমলাদেবীর প্রেমাকাঙ্ক্ষী—না না, আমি অনন্ত নরক স্বরূপ। কে তুই, তুই কে? রাহুত! অমন করে হাঁ করে আস্‌ছিস কেন? আমাকে খাবি বলে? আমি তোর কি করেছি, তবু আস্‌ছিস? কি করি, কোথায় যাব? (পলায়ন করিতে করিতে থমকাইয়া দণ্ডায়মান) তোরা আবার কে? আমি যে তোদের চিনি, তোরা কালদূত। এই দেখ আমি বন্ধুবর্গের রক্ত খাচ্ছি! তোরা আমার কি করবি! হাঃ—হাঃ—হাঃ! তোদের ভয় কি? ভাব্‌ছিস্ কি? আমার রক্ত খাবি? আয় কাছে আয়, কোথায় যাবি? আমি এখনি তোদের গ্রাস করে শোণিত পিপাসা নিবারণ কর্‌ব! দেব দৈত্য যেই আসুক না কেন, আজ পিশাচ

তেজসিংহের গ্রাস হতে কেহই তোদের রক্ষা কর্‌তে পার্‌বে না! আজ কিছুতে তোদের নিস্তার নাই। হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ!

[বিকট হাস্য করিতে করিতে বেগে প্রস্থান।]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রণক্ষেত্র—মৃতসৈন্যগণ পতিত।

(এক দিক্ দিয়া পৃথ্বীরাজ ও অপর দিক্ দিয়া মান-সিংহের প্রবেশ।)

মান! কেও! বিশ্বাসঘাতক কাপুরুষ পৃথ্বীরাজ! আজ আর তোর নিস্তার নাই। দুরাচার! দাস হয়ে প্রভুর বিপক্ষে কিরূপে অস্ত্র ধারণ কর্‌লি?

পৃথ্বী। মোগল সেনাপতি! তোমার আর পুরুষত্বে কাজ নাই। পুত্র হয়ে জননীর বিপক্ষে অস্ত্রধারণ কর্‌ব—ক্ষত্রিয় সন্তান হয়ে ক্ষত্রিয়গণের অঙ্গে অস্ত্রাঘাত কর্‌ব? অনায়াসে, অম্লানবদনে সহোদরের শোণিত পান কর্‌ব? না সেনাপতি, তা কখনই হবে
তোমার ন্যায় আমার নীচ প্রবৃত্তি নয়। আমি তোমার মত নরাধম নই; জীবনের ভয়ে দাসত্ব স্বীকার করা, ক্ষত্রিয় সন্তানের পক্ষে বড় গৌরবের বিষয় নয়। মহারাজ মানসিংহ! তুমি এ বেশ জেনো, যে বিষধর কালফণীর ন্যায় ক্ষত্রিয় সন্তান যবনের নিকট দাসত্ব স্বীকার কর্‌বে না, দাসত্ব—দাসত্ব অভ্যাস

তোমার ভালরূপ জানা আছে, প্রভুর মনস্তুষ্টির জন্য যাও, এখনি যাও, এখনি গিয়ে তোমার পরিজনগণকে দ্বিখণ্ড করে তাদের স্কন্ধঃস্থিত রক্তে অস্পৃশ্য যবনের চরণ প্রক্ষালিত করে দাওগে। তোমার মত পাষণ্ডের মুখ দর্শন করলে অনন্তকালের জন্য নিরয়-গামী হতে হয়। অতএব এস, আমিও সশস্ত্র, তুমিও নিরস্ত্র নও, এস যুদ্ধ করি। হয় তুমি সম্মুখ সমরে প্রাণত্যাগ করে ত্রিদিবধামে গমন কর, নচেৎ আমাকে সেই সুখে সুখী হতে দাও।

মান। নরাধম! নরক দর্শনের যদি এতই বাসনা হয়ে থাকে, তবে আয়, এখনি তোর মনোবাসনা পূর্ণ করি।

(উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ ও পৃথ্বীরাজের পতন।)

মান। কেমন, মন বাসনা পূর্ণ হলো ত?

পৃথ্বী। মোগল সেনাপতি! ভাই! তুমি আজ আমার মহৎ উপকার করলে। তোমার কৃপায় আজ আমি যবনের দাসত্ব হতে মুক্ত হলেম। এখন আমায় আর কেহ যবনের দাস বলে ঘৃণা করতে পারবে না। এখন আমি হাসতে হাসতে মনের সুখে গমন করি। জগদীশ! দীনবন্ধু! সহায় হও। এ পাপ—য—ন্ত্র—ণা হ—তে—আমা—হয়—মু—ক্ত (মৃত্যু)

(বেগে প্রতাপসিংহের প্রবেশ।)

প্রতা। রে ক্ষত্রিয়াধম-যবনদাস মানসিংহ! এখনও তোর ঘৃণিত বদন ধরাতলে লুণ্ঠিত হয় নি? আমার কি সৌভাগ্য যে আজ বহুকালের পর আবার তোমার সহিত সাক্ষাৎ হলো? এই দেখ, নরাধম! এই দেখ আমার উলঙ্গ অসি তোর শোণিত পিপাসায় লালায়িত হয়েছে; আয় পামর! এখনি তোর ঐ অস্পৃশ্য মস্তককে দ্বিখণ্ড করে পুরীষে নিক্ষেপ করি। (প্রহারোদ্যত।)

মান। (গতি রোধ করিয়া) নির্লজ্জ পশু! যে রণস্থল পরিত্যাগ করে, প্রাণের ভয়ে বনে বনে, গহ্বরে গহ্বরে, গিরিকন্দরে লুক্কায়িত থাকে, দুর্ব্বল পশুর ন্যায় লতা পাতা যার আহারীয় দ্রব্য, সে কি সাহসে দুর্দ্দান্ত শত্রুদলনকারী মোগল সেনাপতির সম্মুখে দাঁড়াতে সাহসী হয়?

প্রতাপ। পশুরাও স্বাধীন, তারাও নিজের গৌরব প্রকাশের উপযুক্ত, কিন্তু তুই যে পশু অপেক্ষা নীচ; নারকি! তোর মুখ দেখ্‌লেও যে পাপ হয়, কিন্তু আর না, এবার আর তোর নিস্তার নাই, যদি এই যবনদলনকারী ভীম পরাক্রম বাহু হীনবল না হয়ে থাকে, তবে এখনি তার প্রতাপে তোকে অনন্ত নরক মধ্যে নিক্ষেপ কর্‌ব, আজ তোর রক্তে তর্পণ করে, বসুমতীর পাপের ভার লাঘব কর্‌ব। (আক্রমণ)

[উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

(রোরুদ্যমানা লক্ষ্মী দেবীর প্রবেশ।)

লক্ষ্মী। (প্রতাপের বক্ষে পতিত হইয়া) হা নাথ! কোথা যাও, এই যে তোমার দাসী এসেছে। প্রাণেশ্বর! আমাকে যে জীবন-সহচরী বলে সম্ভাষণ কর্‌তে, হাঁ নাথ, এই কি তার নিদর্শন? হৃদয়েশ্বর! কোথায় আমি তোমার সঙ্গিনী হব বলে, দ্রুত এলেম, আর তুমি কি না আমায় অনাথিনী করে ছেড়ে যাচ্ছ। আচ্ছা যাও, তুমি কোথায় গিয়ে নিশ্চিন্ত থাক্‌বে? যদি আমি চিরদিন মনমন্দিরে তোমাকে পূজা করে থাকি, আর যদি আমি পতিপ্রাণা সতী হই, তবে এখনি এই অকিঞ্চিৎকর জীবন তোমার চরণ প্রান্তে পরিত্যাগ করে, তোমার নিকট উপস্থিত হব। (চরণ ধারণ করিয়া) হে আমার মনমন্দিরের দেবতা! তোমার এই পবিত্র

চরণে যদি এ জীবনে কোন দোষে দোষী হয়ে থাকি, প্রাণনাথ! দাসীর প্রতি কৃপা করে সে দোষ ক্ষমা কর। নাথ! আমি অবলা, কিছুই জানিনে, তুমি আমায় যেমন শিক্ষা দিয়েছ, আমি সেইরূপেই শিখেছি। জীবিতেশ! এখন দয়া করে এই চিরদুঃখিনী অধিনীকে চরণ তলে স্থান দেও। (পদদ্বয় দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন) নাথ! আমায় ফেলে যাবে? এই দেখ, তোমার শৈশবসঙ্গিনী, জীবনসঙ্গিনী হয়ে তোমার সহিত ত্রিদিবধামে গমন কর্‌তে উদ্যত! অধিনীর জীবনসর্ব্বস্বধন! দয়িত! স্বামিন্! দাসী তোমার পবিত্র অসিতেই তার জীবনের শেষ কর্‌লে!

(গলদেশে অসি প্রহার, পতন ও মৃত্যু)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

শিবির সম্মুখ।

(দূর্ব্বার প্রবেশ)

দূর্ব্বা। সেই এক দিন আর এই এক দিন! এতদিনের পর মরুভূমি পার হয়ে, সরসীর তীরে উপস্থিত হলেম। এতদিনের পর আমার তৃষিত হৃদয় শীতল হবে, এতদিনের পর আমার মনের বাসনাও পূর্ণ হবে। পূর্ণ হবে কি? কিরূপে জানব! আমার অদৃষ্ট যে মন্দ, জলের নিকট উপস্থিত হতে না হতেই হয়ত সরসী শুষ্ক হবে! আচ্ছা, আমি যার জন্য যৌবনে যোগিনী হয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ালেম, যার জন্য এত

দুঃখ, এত যন্ত্রণা ভোগ কর্‌লেম, তিনিও কি আমার জন্য—(মৃদুহাস্য) রজনী কেবল সুধাংশুর প্রেমাভিলাষী নয়, সুধাংশুও রজনীর প্রেমে আবদ্ধ। তবে—তবে আমার ন্যায় সুখিনী আর কে ?

(বীরসিংহের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে মানসিংহের প্রবেশ।)

বীর। কাপুরুষ! যবনের ক্রীতদাস! কোথায় পলায়ন কর্‌বি ? আজ বীরসিংহের হস্তে তোর নিস্তার নাই। রে ক্ষত্রিয় কুলাঙ্গার! যে যবন দস্যুকে ভগিনী সম্প্রদান করে তার পদতল লেহন কচ্ছিলি, তোকে আজ কালের হস্ত হতে তাকে মুক্ত কর্‌তে বল। (আক্রমণ)

মান। পামর! আজ যদি স্বয়ং মৃত্যুঞ্জয় তোকে সহায়তা করে, তা হলে মানসিংহের হস্ত হতে আজ তুই কখনই নিস্তার পাবিনি।

(উভয়ের যুদ্ধ, মানসিংহের পতন, বক্ষোপরি বীরসিংহের উপবেশন)

বীর। কেমন যবনরাজশ্যালক! এখন তোমার সমরলিপ্সা নির্ব্বাপিত হয়েছেত? পাপিষ্ঠ! তুই কাপুরুষের ন্যায় তেজসিংহের সহিত পরামর্শ করে দস্যুদ্বারা আমার প্রাণসংহারের চেষ্টা করেছিলি, কিন্তু আমি ক্ষত্রিয়, এই অসির সহায়ে সেই সকল বিপদ হতে মুক্ত হয়েছি। স্বাধীনতালিপ্সু ক্ষত্রিয়ের হস্তে অসির শোভা হয়, কিন্তু দেশোদ্রোহি, ভ্রাতৃঘাতী, অস্পৃশ্য যবনের ক্রীতদাস কখনই অসি ধারণের যোগ্য নয়, আর আমিও তোর মত কাপুরুষকে বধ করে আমার বীরঅসি কলঙ্কিত করতে ইচ্ছা করি না। যা পাপিষ্ঠ! এখন বদ্ধাঞ্জলি হয়ে স্তাবকের ন্যায় সেই তুর্কের স্তুতিপাঠ কর্‌গে।

[অসি কাড়িয়া লইয়া মানসিংহকে ঠেলিয়া দেওন, মানসিংহের অবনতমস্তকে প্রস্থান।

বীর। (দূর্ব্বাকে দেখিয়া) পাষাণি! তুমি এখানে কেন?

দূর্ব্বা। (নিস্তব্ধ)

বীর। পাষাণি! ভাব্‌ছ কি?

দূর্ব্বা। কৈ না।

বীর। পাষাণি! এতক্ষণ কি কচ্ছিলে?

দূর্ব্বা। আপনার আগমন আশায় অপেক্ষা কচ্ছিলাম।

বীর। আমাকে কি অভিপ্রায়ে আস্‌তে বলেছিলে?

দূর্ব্বা। অভিপ্রায়,—অভিপ্রায় এমন কিছুই নহে।

বীর। তবে?

দূর্ব্বা। আপনি যা প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন, তা কি আপনার স্মরণ নাই?

বীর। আছে।

দূর্ব্বা। তবে দিন!

বীর। তোমার অভিলষিত দ্রব্য কি, তা না জানলে কিরূপে দিই।

দূর্ব্বা। আমার কিসে অভিলাষ, তা কি আপনি জানেন না?

বীর। (ক্ষণেক দূর্ব্বার মুখের দিকে চাহিয়া) না।

দূর্ব্বা। তবে আমার প্রয়োজন নাই।

বীর। পাষাণি! মিনতি করি, বল তুমি কি চাও?

দূর্ব্বা। আমাকে সুখিনী করুন!

বীর। সুখিনী হতে ইচ্ছা কর! এই প্রার্থনা?

দূর্ব্বা। হাঁ।

বীর (কোষ হইতে অসি, ও অঙ্গুরী উন্মোচন করিয়া) এই নাও ধর। (দিতে অগ্রসর)

দূর্ব্বা। ওতে কি হবে?

বীর। এই অস্ত্র আমার হৃদয়ে বিদ্ধ কর। জন্মের মত এই পাপ পৃথিবী হতে অবসর লই! আর তুমিও এই অঙ্গুরী লেহন করে জন্মের মত পার্থিব যন্ত্রণা হতে মুক্ত হও।

দূর্ব্বা। মর্‌লেম যেন, সুখিনী হলেম কৈ?

বীর। বিধাতা আমাদের অদৃষ্টে সুখ লিখেন নাই!

দূর্ব্বা। কেন?

বীর। পাষাণি! তুমি বুদ্ধিমতী! তোমায় আর কি বল্‌ব? যত দিন না রাজপুতকুলতিলক প্রতাপ সিংহ চিতোর সিংহাসনে আরূঢ় হন্, তত দিন আমার চিত্ত আত্মসুখান্বেষণে ইচ্ছুক নয়।

[বেগে প্রস্থান।

দূর্ব্বা। (সরোদনে) নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর, পাষাণ! কি বলে আবার আমায় পাষাণী বল?

গীত।

নিরদয় তুমি কান্ত এ কান্তারে কাঁদাইলে;
পাষাণে গঠিত হৃদি, গুণনিধি জানাইলে॥
পাষাণে সঁপিয়ে মন,
হইতেছি জ্বালাতন,
দুঃখিনীর ভালে বিধি এত দুঃখ লিখেছিলে।
দিবানিশি অনুতাপে পাষাণীরে জ্বালাইলে।

(শশিলতা, সঙ্গিনীদ্বয় ও বীরসিংহের হস্ত ধরিয়া প্রতাপসিংহের প্রবেশ)

শশি। দিদি! তুমি এখানে কেন? একি, কাঁদ্‌চ যে?

দূর্ব্বা। ভগিনি! আমার কান্না শেষ হবার নয়! বোধ হয়, অভাগিনীকে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে জীবন বিসর্জ্জন কর্‌তে হবে!

বীর। (দূর্ব্বার নিকটে আসিয়া) পাষাণি! আজ তোমার বিষাদে যামিনী অন্তর্হিত হয়েছে! সূর্য্যকুলতিলক প্রতাপসিংহ নববিভাকর প্রভাবে আজ আপন সিংহাসনে আরূঢ় হয়েছেন! আজ আম কঠোরব্রত উদ্‌যাপিত হলো!

প্রতাপ। ভগিনি! দূর্ব্বা! আমি আকবর সাহের নিকট পরিচিয় পেয়েছি, যে তুমি রাণা উদয় সিংহের কন্যা, আমার সহোদরা। হায়! এ হতভাগ্য ভ্রাতার ন্যায় বাল্যকাল হতে নানা যন্ত্রণা ভোগ করেছ। আজ আমাদের সকল যন্ত্রণা দূর হলো। সৌভাগ্যের শিখর দেশে আরোহণ করে, এই বীরাগ্রগন্য বীরসিংহের সহিত জীবনের অবশিষ্ট কাল সুখে অতিবাহিত কর! (বীরসিংহের প্রতি) বন্ধুবর! বাল্যকাল হতে তুমি আমার বিপদের অংশভাগী ও সহায় হয়ে পুনঃপুন আপনার প্রাণকে শঙ্কটাবস্থায় নিপতিত করেছিলে! আমি তোমারি সহায়ে, তোমারি অধ্যবসায় আজ স্বাধীনতা মুকুট শীরে ধারণ করে সিংহাসনে আরুঢ় হয়েছি। ভাই! এ ঋণ যাবজ্জীবনেও পরিশোধ হবার নয়। তবে কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ প্রতাপসিংহের সহোদরাকে তোমার হস্তে উপহার স্বরূপ অর্পণ করলেম। সাদরে গ্রহণ করে এই বাল্যবন্ধুকে অনুগৃহিত কর।

(বীরসিংহের নিকট দূর্ব্বা দণ্ডায়মান ও প্রতাপ সিংহের পার্শ্বে শশিলতা দণ্ডায়মান।)

সঙ্গিনীগণের গীত।

নাচায়ে সরসী জল,
বিলাইয়ে পরিমল,
এলায়ে কুন্তল রাজি ফুটি সরো-সোহাগিনী,
দেখালে মোহিনী ছবি জগ-জন-বিমোহিনী॥
কুমুদের পাশে পশি,
জলে ওই জ্বলে শশি,
মাতুয়ারা নিশামণি আজিলো সজনী।
মাতুয়ারা হের ওই দুখিনী পাষাণী॥

যবনিকা পতন।